২০২৪-২০২৬ সনে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কর্তৃক জারিকৃত ১৩৩টি অধ্যাদেশ পর্যালোচনা ও পরামর্শ

(মন্ত্রণালয়-অনুযায়ী)

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

ক্রমিক		পৃষ্ঠা
	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	
১	দুর্নীতি দমন কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	০৯
	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	
২	বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী (Special Security Force) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪	০৯
৩	মহেশখালী সমন্বিত উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ২০২৫	১০
৪	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	১০
৫	বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	১১
৬	বাংলাদেশ বেসরকারি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (রহিতকরণ) অধ্যাদেশ, ২০২৬	১১
	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	
৭	সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যানসিয়াল কর্পোরেশনসহ স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা নির্ধারণ অধ্যাদেশ, ২০২৪	১২
৮	সরকারি চাকরি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	১২
৯	সরকারি চাকরি (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	১২
১০	সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যানসিয়াল কর্পোরেশনসহ স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা নির্ধারণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	১৩
	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	
১১	জাতির পিতার পরিবার-সদস্যগণের নিরাপত্তা (রহিতকরণ) অধ্যাদেশ, ২০২৪	১৩
১২	সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	১৩
১৩	গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ, ২০২৫	১৪
১৪	গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ২০২৬	১৪
১৫	পুলিশ কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫	১৪
১৬	মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালান প্রতিরোধ ও দমন অধ্যাদেশ, ২০২৬	১৫
১৭	জুলাই গণঅভ্যুত্থান (সুরক্ষা ও দায় নির্ধারণ) অধ্যাদেশ, ২০২৬	১৫
	ভূমি মন্ত্রণালয়	
১৮	ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও কৃষিভূমি সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৬	১৬
	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	
১৯	বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪	১৭

	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়	
২০	বন ও বৃক্ষ সংরক্ষণ অধ্যাদেশ, ২০২৬	১৭
২১	বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) অধ্যাদেশ, ২০২৬	১৮
২২	বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন অধ্যাদেশ, ২০২৬	১৯
	নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	
২৩	নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	২০
	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	
২৪	বেসামরিক বিমান চলাচল (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬	২২
২৫	বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬	২৩
	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	
২৬	Protection and Conservation of Fish (Amendment) Ordinance, 2025	২৫
২৭	Protection and Conservation of Fish (Amendment) Ordinance, 2026	২৫
	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	
২৮	জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর অধ্যাদেশ, ২০২৫	২৬
২৯	বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬	২৭
	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	
৩০	শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪	২৯
৩১	বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	২৯
৩২	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	২৬
৩৩	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬	২৮
	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	
৩৪	বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	২৮
৩৫	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	২৮
	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	
৩৬	পরিত্যক্ত বাড়ি (সম্পূরক বিধানাবলি) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	২৯
৩৭	বরিশাল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ২০২৫	২৯
৩৮	ময়মনসিংহ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ২০২৫	২৯
৩৯	রংপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ২০২৫	২৯
৪০	স্থানিক পরিকল্পনা অধ্যাদেশ, ২০২৫	২৯
৪১	বাংলাদেশ বিল্ডিং রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ২০২৬	৩০

৪২	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ২০২৬	৩০
৪৩	বরিশাল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬	৩১
৪৪	ময়মনসিংহ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬	৩১
৪৫	রংপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬	৩১
৪৬	কুমিল্লা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ২০২৬	৩১
৪৭	নারায়ণগঞ্জ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ২০২৬	৩২
	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	
৪৮	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	৩৩
৪৯	জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহিদ পরিবার এবং জুলাই যোদ্ধাদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন অধ্যাদেশ, ২০২৫	৩৩
	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	
৫০	বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	৩৪
	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	
৫১	তথ্য অধিকার (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬	৩৮
	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	
৫২	বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি সংরক্ষণ অধ্যাদেশ, ২০২৬	৩৯
	আইন ও বিচার বিভাগ	
৫৩	International Crimes (Tribunals) (Amendment) Ordinance, 2024	৩৯
৫৪	International Crimes (Tribunals) (Amendment) Ordinance, 2025	৩৯
৫৫	International Crimes (Tribunals) (Second Amendment) Ordinance, 2025	৪০
৫৬	International Crimes (Tribunals) (Third Amendment) Ordinance, 2025	৪০
৫৭	Bangladesh Law Officers (Amendment) Ordinance, 2024	৪১
৫৮	সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ অধ্যাদেশ, ২০২৫	৪১
৫৯	সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ, ২০২৫	৪২
৬০	সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬	৪২
৬১	Code of Civil Procedure (Amendment) Ordinance, 2025	৪৩
৬২	Code of Criminal Procedure (Amendment) Ordinance, 2025	৪৪
৬৩	Code of Criminal Procedure (Second Amendment) Ordinance, 2025	৪৪
৬৪	আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	৪৫
৬৫	আইনগত সহায়তা প্রদান (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬	৪৫
৬৬	বাণিজ্যিক আদালত অধ্যাদেশ, ২০২৬	৪৫
৬৭	Registration (Amendment) Ordinance, 2026	৪৬

৬৮	Registration (Second Amendment) Ordinance, 2026	৪৬
৬৯	Civil Courts (Amendment) Ordinance, 2025	৪৬
	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	
৭০	জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪	৪৭
৭১	জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫	৪৭
৭২	জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	৪৭
	নির্বাচন কমিশন সচিবালয় / লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	
৭৩	জাতীয় সংসদের নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	৪৮
৭৪	ভোটার তালিকা (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	৪৮
৭৫	নির্বাচন কমিশন সচিবালয় (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	৪৮
৭৬	নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	৪৮
৭৭	Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2025	৪৯
৭৮	Representation of the People Order (Second Amendment) Ordinance, 2025	৪৯
৭৯	গণভোট অধ্যাদেশ, ২০২৫	৫০
	বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় / লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	
৮০	জাতীয় সংসদ সচিবালয় (অন্তর্বর্তীকালীন বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ২০২৪	৫১
	শিক্ষা মন্ত্রণালয় (মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ)	
৮১	বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত কতিপয় আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	৫২
৮২	গাজীপুর ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	৫২
৮৩	ঢাকা সেন্ট্রাল বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ, ২০২৬	৫২
৮৪	বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬	৫২
৮৫	বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬	৫৩
	স্থানীয় সরকার বিভাগ	
৮৬	জেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪	৫৩
৮৭	উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪	৫৪
৮৮	স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪	৫৪
৮৯	স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪	৫৪
৯০	পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪	৫৫
৯১	স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	৫৫
৯২	স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	৫৫
৯৩	স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	৫৫

৯৪	স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	৫৫
৯৫	উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	৫৫
	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	
৯৬	শেখ রাসেল পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, রংপুর (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	৫৫
৯৭	শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, জামালপুর (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	৫৫
৯৮	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	৫৫
	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	
৯৯	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	৫৬
১০০	শেখ হাসিনা মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	৫৬
১০১	বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	৫৬
	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	
১০২	মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন অধ্যাদেশ, ২০২৫	৫৬
১০৩	ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	৫৭
	অর্থ বিভাগ	
১০৪	সরকারি হিসাব নিরীক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫	৫৮
১০৫	নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) অধ্যাদেশ, ২০২৫	৫৯
১০৬	নির্দিষ্টকরণ অধ্যাদেশ, ২০২৫	৫৯
	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	
১০৭	মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	৬০
১০৮	মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	৬০
১০৯	The Excises and Salt (Amendment) Ordinance, 2025	৬০
১১০	রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ, ২০২৫	৬০
১১১	রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	৬০
১১২	অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫	৬১
১১৩	অর্থ সংক্রান্ত কতিপয় আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	৬১
১১৪	অর্থ সংক্রান্ত কতিপয় আইন (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	৬১
১১৫	কাস্টমস (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	৬১
১১৬	আয়কর (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	৬১
	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	
১১৭	Bangladesh Bank (Amendment) Ordinance, 2024	৬২
১১৮	ব্যাংক রেজল্যুশন অধ্যাদেশ, ২০২৫	৬২

১১৯	গ্রামীণ ব্যাংক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	৬৩
১২০	আমানত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫	৬৪
১২১	মাইক্রোফাইন্যান্স ব্যাংক অধ্যাদেশ, ২০২৬	৬৫
১২২	Negotiable Instruments (Amendment) Ordinance, 2026	৬৫
১২৩	Bangladesh House Building Finance Corporation (Amendment) Ordinance, 2026	৬৬
	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	
১২৪	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪	৬৭
১২৫	বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (রহিতকরণ) অধ্যাদেশ, ২০২৪	৬৭
১২৬	বাংলাদেশ গ্যাস (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬	৬৭
	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	
১২৭	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	৬৮
	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	
১২৮	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬	৬৯
	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	
১২৯	সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫	৭০
১৩০	সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	৭১
১৩১	জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ, ২০২৫	৭১
১৩২	ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫	৭১
১৩৩	ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬	৭১

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

ক্রম	অধ্যাদেশের নাম	সার-সংক্ষেপ	পর্যালোচনা/পরামর্শ
০১	দুর্নীতি দমন কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	অধ্যাদেশটি দুদকের তদন্ত ও গোপন অনুসন্ধান ক্ষমতা বিস্তৃত করেছে, সরাসরি এজাহার দায়েরের বিধান নতুন সংযোজন করেছে। বিদেশে সংঘটিত অপরাধসহ গুরুতর আর্থিক অপরাধ-কে আইনের আওতায় আনা হয়েছে। বাছাই কমিটিকে বর্ধিত করা হয়েছে। কমিশনের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল ও সংসদীয় পর্যালোচনা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।	১। বাছাই কমিটি ও কমিশনের সদস্য সংখ্যা বিষয়ে *নীতিগত সিদ্ধান্ত প্রয়োজন।* ২। **সরাসরি এজাহার দায়ের সংক্রান্ত ২০কক ধারা:** এই ধারায় তদন্তপূর্ব অনুসন্ধান ছাড়াই এজাহার দায়েরের বিধান যুক্ত করা হয়েছে। বিষয়টি সংবেদনশীল এবং সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত বিধায় অধিকতর কনসালটেশন মিটিং এর মাধ্যমে বিষয়টি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ আবশ্যক। ৩। *অধ্যাদেশটি Lapse করা যেতে পারে।*

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

ক্রম	অধ্যাদেশের নাম	সার-সংক্ষেপ	পর্যালোচনা/পরামর্শ
০১	বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী (Special Security Force) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪	এসএসএফ কর্তৃক *'অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা'*-কে নিরাপত্তা প্রদানের বিধান সংযুক্ত হয়। "এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর পরিবারের সদস্যগণ"	*'অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের"* এবং 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর পরিবারের সদস্যগণ' শব্দসমূহ বাদ দিয়ে *সংশোধীত আইন আকারে পাশ করা*

		শব্দসমূহ বিলুপ্ত করা হয়।	*যেতে পারে।*
০২	মহেশখালী সমন্বিত উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ২০২৫	এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে 'মহেশখালী সমন্বিত উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ' নামে একটি শক্তিশালী সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষকে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন, ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং অধিক্ষেত্রাধীন এলাকায় অন্য যেকোনো মন্ত্রণালয় বা সংস্থার প্রকল্প বাস্তবায়নে বাধ্যতামূলক 'অনাপত্তি' প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে এই আইনে ওয়ান-স্টপ সার্ভিস, বিশেষ শুল্ক ও কর রেয়াত এবং ক্ষেত্রবিশেষে সরকারকে যেকোনো বিদ্যমান আইনের প্রয়োগ হতে অব্যাহতি প্রদানের বিরল ও ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। তবে টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রথাগত জীবিকার সুরক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার প্রতিপালনের বাধ্যবাধকতা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	১। ধারা ২৯: কর্তৃপক্ষ এই অধ্যাদেশের অন্যান্য অধ্যায়ে বর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য *'প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে'।* শব্দসমূহ *অস্পষ্ট। অপব্যবহার হতে পারে। ধারা ২৯ বাদ দেয়া যেতে পারে।* ২। ধারা ৪৮: এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা পরিলক্ষিত হইলে সরকার উক্তরূপ অসুবিধা দূরীকরণার্থ, সরকারি গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, *প্রয়োজনীয় যেকোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।* সরকারকে অবারিত ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। যেহেতু, ধারা ৪৬ ও ৪৭-অনুযায়ী সরকার বিধি ও প্রবিধান প্রণয়ন করতে পারবে, তাই *'প্রয়োজনীয় যেকোনো ব্যবস্থা গ্রহণ'* সম্পর্কিত *ধারা ৪৮ বাদ দেয়া যেতে পারে।* ৩। *সংশোধীত আইন আকারে সংসদে পাশ করা যেতে পারে।*
০৩	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬ এর ধারা ৯ সংশোধন করে এই কর্তৃপক্ষের নির্বাহী সদস্যগণ সরকার কর্তৃক	*সংসদে পাশ করা যেতে পারে।*

		অতিরিক্ত সচিব বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ বা অন্য কোন ব্যক্তিকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের বিধান করা হয়েছে।	
০৪	বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	"প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা তহবিল" নামে নতুন সংজ্ঞা সংযোজন করে প্রকল্পের বাইরে প্রাপ্ত কোর ফান্ডিংকে বৈধ কাঠামোর মধ্যে আনা হয়েছে। নিবন্ধন ও নবায়নের মেয়াদ ১০ বছর নির্ধারণ, নির্ধারিত সময়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মতামত না এলে মহাপরিচালকের অনুমোদন প্রদানের সুযোগ, দুর্যোগকালীন ত্রাণে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে অনুমোদন এবং বছরে ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অনুদানে পূর্বানুমোদন শিথিলকরণ- এর বিধান যুক্ত করা হয়েছে।	*সংসদে পাশ করা যেতে পারে।*
০৫	বাংলাদেশ বেসরকারি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (রহিতকরণ) অধ্যাদেশ, ২০২৬	বাংলাদেশ বেসরকারি রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল আইন, ১৯৯৬ রহিত করা হয়েছে। ফলে পূর্বে বেসরকারি রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এলাকাগুলো এখন বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০–এর অধীন বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসেবে গণ্য হবে।	*সংসদে পাশ করা যেতে পারে।*

ক্রম	অধ্যাদেশের নাম	সার-সংক্ষেপ	পর্যালোচনা/পরামর্শ
০১	সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যানসিয়াল কর্পোরেশনসহ স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা নির্ধারণ অধ্যাদেশ, ২০২৪	সরকারি চাকরি গ্রহণের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩২ নির্ধারণ করা হয়।	*সংসদে পাশ করা যেতে পারে।*
০২ ০৩	সরকারি চাকরি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ সরকারি চাকরি (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বৈধ আদেশ অমান্য, ছুটি বা যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত অন্যান্য কর্মচারীদের সহিত সমবেতভাবে নিজ কর্ম হইতে অনুপস্থিত, বা যেকোনো সরকারি কর্মচারীকে তাহার কর্মে উপস্থিত হইতে বা কর্তব্য সম্পাদনে বাধাগ্রস্ত করাকে *'সরকারি কর্মে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী অসদাচরণ'* হিসেবে গণ্য করা হয় (ধারা ৩৭ক)। সরকারি কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবী নিয়ে আন্দোলনের প্রেক্ষিতে অনানুগত্য ও বিশৃংখলা-সংক্রান্ত উক্ত বিধান সংযোজন করা হয়। সংশোধনী অধ্যাদেশের মাধ্যমে সরকারি চাকরি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর অধীনে সংযোজিত শৃংখলা-সংক্রান্ত বিধান প্রতিস্থাপন করা হয়। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে তদন্ত	পরামর্শ: সরকারির চাকরির শৃংখলা বজায় রাখা *সংসদে পাশ করা যেতে পারে।*

		প্রক্রিয়ায় কিছু সংশোধনী আনয়ন করা হয়।	
০৪	সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যানসিয়াল কর্পোরেশনসহ স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা নির্ধারণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	সরকারি চাকরির বয়সসীমা থেকে "আধা-স্বায়ত্তশাসিত" শব্দটি বাদ দেয়া হয়েছে।	*সংসদে পাশ করা যেতে পারে।*

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

ক্রম	অধ্যাদেশের নাম	সার-সংক্ষেপ	পর্যালোচনা/পরামর্শ
০১	জাতির পিতার পরিবার-সদস্যগণের নিরাপত্তা (রহিতকরণ) অধ্যাদেশ, ২০২৪	উক্ত অধ্যাদেশটি দ্বারা *'জাতির পিতার পরিবার-সদস্যগণের নিরাপত্তা আইন, ২০০৯'* রহিত করা হয়।	*সংসদে পাশ করা যেতে পারে।*
০২	সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	কোনো নির্দিষ্ট সত্তার কার্যক্রমকে নিষিদ্ধ করার বিধান যুক্ত করা হয়েছে এবং কার্যক্রম-নিষিদ্ধ সত্তার মিছিলমিটিং, প্রকাশনাসহ যেসব কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা যাবে, তার বিধান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।	১। কার্যক্রম-নিষিদ্ধ সত্তা নিষেধ অমান্য করলে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বা কী শাস্তি হবে তার উল্লেখ নেই। *কার্যক্রম-নিষিদ্ধ সত্তার কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার সাজা অন্তর্ভুক্ত* করা যেতে পারে। *২। সংশোধিত আকারে সংসদে পাশ করা যেতে পারে।*

০৩ ০৪	গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ, ২০২৫ গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ২০২৬	মূলত 'গুম হইতে সকল ব্যক্তিকে সুরক্ষার নিমিত্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন'-এর বিধানাবলি বাংলাদেশের জাতীয় আইনি কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে গুমকে "চলমান অপরাধ" (continuous offence) হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে এর সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং অর্থদন্ডের বিধান রাখা হয়েছে। সংশোধনী অধ্যাদেশে মানবাধিকার কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ট্রাইব্যুনালে পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগের বিধান আনা হয়েছে। এছাড়াও অভিযোগকারী বা ভুক্তভোগী ব্যক্তিগত উদ্যোগেও আইনজীবী নিয়োগ করতে পারবেন। সংশোধনী অধ্যাদেশটিতে কোনো ব্যক্তি অন্যূন ৫ বছর ধরে গুম থাকলে এবং জীবিত না ফিরলে ট্রাইব্যুনাল তাঁর সম্পত্তি বৈধ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টনযোগ্য মর্মে ঘোষণা দিতে পারবে।	১। গুম একটি সংবেদনশীল অপরাধ। এর সরকারের শৃঙ্খলা-বাহিনী ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর দায় সম্পৃক্ত। ৩। ২০২৫ সালের জাতীয় মানবাধিকার ক অধ্যাদেশের সঙ্গে এই অধ্যাদেশের সংযোগ থাকা বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে *অধিকতর কনসালটেশন* প্রয়োজন। ৪। *অধ্যাদেশটি Lapse করে গরে অধি সংশোধনসহ একটি নতুন আইন প্রণয়ন করা পারে।*
০৫	পুলিশ কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫	বাছাই কমিটির মাধ্যমে একটি পুলিশ কমিশন গঠন হবে। এই কমিশন পুলিশের মহাপরিদর্শক পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রণয়ন করবে,	১। ধারা ১২: কমিশনের একটি অন্যতম কাজ আইজিপি নিয়োগে সুপারিশ প্রণয়ন করা। র অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ এই নিয়োগ, সরকারের ক

		নাগরিকদের অভিযোগ ও পুলিশের অভ্যন্তরীণ সংক্ষোভ নিয়ে কাজ করবে। কমিশন সরকারেরর প্রতি প্রয়োজনীয় সুপারিশ ও নির্দেশনা প্রদান করবে।	কমিশনের হাতে থাকা যুক্তিসঙ্গত নয়। *আইজিপি নিয়োগে কমিশনের সুপারিশের বিধানটি বাদ দেয়া যেতে পারে।* ২। *সংশোধিত আকারে সংসদে পাশ করা যেতে পারে।*
০৬	মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালান প্রতিরোধ ও দমন অধ্যাদেশ, ২০২৬	মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ রহিত করে মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালান প্রতিরোধ ও দমন অধ্যাদেশ, ২০২৬ প্রণয়ণ করা হয়েছে। এ অধ্যাদেশের মাধ্যমে মানব পাচারের পাশাপাশি অভিবাসী চোরাচালানকে অপরাধ শ্রেণিভুক্ত করে বিচারের বিধান রাখা হয়েছে।	১। অধ্যাদেশের প্রাধান্য সংক্রান্ত ধারা ৩-এর উপবিধিসমূহ *পরস্পর সাংঘর্ষিক।* বিধানটি স্পষ্ট করতে হবে। ২। ধারা ৩৯(২): ট্রাইব্যুনাল কোনো সরকারি কর্মচারীকে তার সম্মুখে হাজির হইবার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রদান করে তার বক্তব্য বা প্রতিবেদন সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে। *এ ধরনের সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে আসামীপক্ষ কীভাবে জেরা করবেন তা স্পষ্ট নয়।* ৩। সরকারি কর্মচারীর সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে *আদালত কর্তৃক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার আইন, ২০২০ প্রয়োগের* বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে।
০৭	জুলাই গণঅভ্যুত্থান (সুরক্ষা ও দায় নির্ধারণ) অধ্যাদেশ, ২০২৬	এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা প্রত্যাহার এবং নতুন মামলা দায়ের নিষিদ্ধ করার বিধান রাখা হয়েছে। অপরদিকে ব্যতিক্রম সাপেক্ষে,	*১। "রাজনৈতিক প্রতিরোধ" ও 'ফৌজদারি অপরাধের' মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করা কঠিন। গুরুতর ফৌজদারি অপরাধও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে হয়েছে মর্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশংকা রয়েছে। অপব্যবহারের ঝুঁকি রয়েছে। সংশোধিত আকারে অধ্যাদেশটি পাশ করা যেতে পারে।*

		হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলো মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক তদন্তের বিধান রাখা হয়েছে।	২। সরকার প্রত্যয়নপত্র প্রদান করলেই প্রত্যাহার হবে। এ বিষয়ে সরকারের (ধারা ৪)। সুতরাং, অধ্যাদেশটি সংসদে পাশ করা যেতে পারে।

ভূমি মন্ত্রণালয়

ক্রম	অধ্যাদেশের নাম	সার-সংক্ষেপ	পর্যালোচনা/পরামর্শ
০৮	ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও কৃষিভূমি সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৬	**পর্যালোচনা:** সরকারের বিধি দ্বারা অপরাধ চিহ্নিতকরণ এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে দণ্ড নির্ধারণ-সংক্রান্ত বিধান অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে (ধারা ১৯ (২) (ঝ))। কেবল এ্যাক্ট বা অধ্যাদেশ দ্বারা অপরাধ সৃষ্টি করা যায় এবং শাস্তির বিধান রাখা যায়। কোনো বিধি দ্বারা কোনো কাজকে অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করার সুযোগ নেই।	প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ এই অধ্যাদেশ পাস পারে।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

ক্রম	অধ্যাদেশের নাম	সার-সংক্ষেপ	পর্যালোচনা/পরামর্শ
০১	বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪	সারসংক্ষেপ: কোন ব্যক্তি যদি এই আইনের এইরূপ কোন বিধান লঙ্ঘন করেন, যেক্ষেত্রে এই আইনে সুনির্দিষ্টভাবে দন্ডের বিধান উল্লেখ নাই, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদন্ড অথবা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন (ধারা ৩৫ক) । অপরাধ সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত না করে সাজার বিধান প্রণয়নের আইনগত সুযোগ নেই।	পরামর্শ: আইনে অপরাধকে সংগায়িত ও চিহ্নিত করতে হবে। *সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা না গেলে ধারা ৩৫ক সংযুক্তের সুযোগ নেই।* সেক্ষেত্রে *অধ্যাদেশটি সংসদে পাশ করার প্রয়োজনীয়তা থাকবে না।*

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ক্রম	অধ্যাদেশের নাম	সার-সংক্ষেপ	পর্যালোচনা/পরামর্শ
০১	বন ও বৃক্ষ সংরক্ষণ অধ্যাদেশ, ২০২৬	রক্ষিত এলাকা ও গণপরিসরে বৃক্ষ সংরক্ষণ করা এবং প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী বৃক্ষ কর্তন ও অপরাসরণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বন ও বৃক্ষ সংরক্ষণ অধ্যাদেশ, ২০২৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। আইনের ১০ ধারায় দন্ডের উল্লেখ রয়েছে। দন্ডে কেবল অর্থদন্ড উল্লেখ করা হয়েছে। ১০(২) ধারা	ক) ৯(৪) ধারার অপরাধের বর্ণনা সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। ১০(৪) ধারা পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে। অপরাধের বর্ণনা ও বিচার *বিধি-র অধীনে না রেখে মূল আইনের অধীনে রাখা আবশ্যক।* *খ) সংশোধিত আকারে পাশ করা যেতে পারে।*

		অনুযায়ী ৯(৪) ধারার বিধান লঙ্ঘনের জন্য সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদানের বিধান রাখা হয়েছে। তবে ৯(৪) ধারায় বর্ণিত অপরাধের বর্ণনা সুনির্দিষ্ট নয়। ১০(৪) ধারায় সরকারি সংস্থাকে অর্থদণ্ড প্রদানের বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়া, বিধির অধীন অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে দণ্ড প্রদানের বিধান রাখা হয়েছে।	
০২	বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) অধ্যাদেশ, ২০২৬	১। এই অধ্যাদেশের যে সকল ধারা ভঙ্গের জন্য দণ্ডের কোনো বিধান নাই, কোনো ব্যক্তি সেই সকল ধারা ভঙ্গ করিলে সাজার বিধান রাখা হয়েছে (ধারা: ৪৪ (২))। মূলত: *অপরাধ সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত না করে সাজার বিধান প্রণয়নের আইনগত সুযোগ নেই।* ২। সরকারি কর্মকর্তা মিথ্যা বা হয়রানিমূলক মামলা দায়ের করলে সাজার বিধান করা হয়েছে (ধারা ৪৩)। সরল বিশ্বাসে সরকারি কাজ বিঘ্নিত হবে। ৩। সরকার তফসিল সংশোধন, বিধি প্রণয়ন ও অস্পষ্টতা দূর করতে পারবে, যা সংসদীয় নীতির বিরোধী। *আইনের তফসিল মূল আইনের অংশ। সরকার সংসদের আইনকে সংশোধন করতে*	*সংশোধিত আকারে এই অধ্যাদেশ পাশ ক পারে।*

		পারে না।	
০৩	বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন অধ্যাদেশ, ২০২৬	১৯৫৯ সালের Forest Industries Development Corporation Ordinance রহিত করে এই অধ্যাদেশটি করা হয়েছে। বিদ্যমান Bangladesh Forest Industries Development Corporation-কে নতুন আইনের অধীনে বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন হিসেবে বহাল রাখা হয়েছে। কার্যাবলি: তফসিলভুক্ত সম্পদ/ইউনিট/পণ্যের প্রকল্প গ্রহণ; বনজসম্পদের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে লাভজনক ব্যবস্থাপনা; রাবার চাষে প্রযুক্তি ও পরিবেশবান্ধব উচ্চ-কার্বন শোষণকারী বৃক্ষরোপণ; মার্কেটিং নির্দেশিকাসহ মাস্টারপ্লান; আধুনিক সংরক্ষণাগার ও প্রসেসিং ইউনিট; বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে পরিবেশবান্ধব শিল্প ইউনিট স্থাপন/একীভূতকরণ; শোরুম স্থাপন; উৎপাদন-বহুমুখীকরণ-রপ্তানি।	অধ্যাদেশটি কার্যকর। *সংসদে পাশ করা যেতে পারে।*

নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ক্রম	অধ্যাদেশের নাম	সার-সংক্ষেপ	পর্যালোচনা/পরামর্শ
০১	নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	ধর্ষণ-এর সংজ্ঞা ও বিভিন্ন অপরাধের সাজাকে যুগোপযোগীকরণ, দ্রুততম সময়ের মধ্যে ধর্ষণের বিচারকাজ নিশ্চিতকরণ, পৃথক ট্রাইব্যুনাল গঠন ও সাক্ষী সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।	১। মূল আইন *[ধারা ২ (এএএ)]* এই অধ্যাদেশে কোনো নারী বা শিশুর মুখের অভ্যন্তরে পুরুষাঙ্গ দেহের কোনো অঙ্গ প্রবেশ করানোর পাশাপাশি *যে-কোনো বস্তু প্রবেশ করানোকেও যৌনকর্ম* হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে, শিশুর মুখে *ভেতর যে-কোনো বস্তু প্রবেশ করানোও 'যৌন* হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এ-ধরনের সংজ্ঞা *অপব্যবহারের কারণ হতে পারে।* **পরামর্শঃ** নারী ও শিশুর যোনী ও পায়ুপথে পুরু বা দেহের যে-কোনো অঙ্গ বা যে-কোনো বস্তু প্ করানো; আর মুখের অভ্যন্তরে *কেবল পুরুষাঙ্গ করানোকে যৌনকর্ম* হিসেবে উল্লেখ করা যে পারে। ২। মূল আইন *[ধারা ৯(২)]* ধর্ষণের ফলে মৃত্যু ঘটানো, সংঘবদ্ধ ধর্ষণ এবং ধর্ষণকালে গুরুতর ঘটানোর সাজা হিসেবে *সর্বোচ্চ অর্থদন্ড* বলে হয়েছে। যেখানে *সাধারণ জখমের ক্ষেত্রে অর্থ অবারিত,* সেখানে ধর্ষণের ফলে মৃত্যু ঘটানো গুরুতর জখমের সাজা হিসেবে *অর্থদন্ডের সর্বো সীমা নির্ধারণ অসামঞ্জস্য তৈরি করেছে।*

			পরামর্শঃ ধর্ষণের ফলে মৃত্যু ঘটানো, সংঘবদ্ধ ধর্ষণ এবং ধর্ষণকালে গুরুতর জখম ঘটানোর সাজা হিসেবে *সর্বোচ্চ অর্থদন্ডের স্থলে সর্বনিম্ন অর্থদন্ডের বিধান* সংযোজন করতে হবে। ৩। **মূল আইন** *[ধারা ২৪(ক)]* এই ধারায় বলা হয়েছে, যে-ক্ষেত্রে কোনো কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে অপরাধের শিকার ব্যক্তির সম্মতি বা অসম্মতি দানের সক্ষমতা থাকে না, সেক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল *অন্যান্য সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে* তার উক্ত কাজে সম্মতি ছিল না- মর্মে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। *'অন্যান্য সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে'* শব্দগুলো থাকায় ধারাটির উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। কারণ, যেসব ক্ষেত্রে আদালত বা ট্রাইব্যুনালকে বিশেষ অনুমান (presumption) করার এখতিয়ার প্রদান করা হয়, সেক্ষেত্রে উক্ত *অনুমানকে অতিরিক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের ওপর নির্ভরশীল করা* হলে উক্ত *অনুমান প্রদানের উদ্দেশ্য অর্থহীন* হয়ে পড়ে। **পরামর্শঃ** *'অন্যান্য সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে'* শব্দগুলো বাদ দেওয়া যেতে পারে। ৪। **মূল আইন** *[ধারা ২৬(ক)]* ক) অধ্যাদেশটিতে ট্রাইব্যুনালের নাম *'শিশু ধর্ষণ*

			অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল' রাখা হয়েছে খ) শিশু ধর্ষণ অপরাধের সঙ্গে নারী শি *অন্য কোনো অপরাধ সংশ্লিষ্ট থাকলে* অপরাধের বিচার শিশু ধর্ষণ অপ ট্রাইব্যুনালে হবে কি না, তা নিয়ে দ্বিধা পরামর্শঃ ক) নাম সংশোধন করে *বিশেষ ট্রাইব্যুনাল'* করা যেতে পারে। খ) শিশু ধর্ষণ অপরাধের সঙ্গে নারী শিশু অন্য কোনো অপরাধ সংশ্লিষ্ট থাকলে *অপরাধের বিচার শিশু ধর্ষণ অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালে* বিচার্য হবে- এমন একটি *২৬ক ধারায় সন্নিবেশ* করা যেতে পারে।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

ক্রম	অধ্যাদেশের নাম	সার-সংক্ষেপ	পর্যালোচনা/পরামর্শ
০১	বেসামরিক বিমান চলাচল (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬	টিকিটিং ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত এবং বিমান ভাড়ায় কারসাজি রোধে সুদৃঢ় আইনগত কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে এয়ার অপারেটরদের কর্তৃপক্ষের নিকট সকল রুটের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ	১। GSA বাধ্যবাধকতা আন্তর্জাতিক বিদেশি অপারেটরকে শতভাগ মালিকানাধীন GSA নিয়োগে বাধা

		ভাড়ার তালিকা আবশ্যিকভাবে দাখিলের বিধান রাখা হয়েছে এবং কৃত্রিম সংকট বা অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি হলে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানকে সরাসরি হস্তক্ষেপের আইনগত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল ও গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং-এর সুনির্দিষ্ট আইনগত সংজ্ঞা সংযোজন করা হয়েছে এবং ফি, চার্জ ও ভাড়া নির্ধারণে একটি স্বাধীন "বেসামরিক বিমান চলাচল অর্থনৈতিক কমিশন" গঠনের প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সাজার বিধান রাখা হয়েছে।	দ্বিপাক্ষিক বিমান চলাচল চুক্তি ও WTO বাধ্যবাধকতার সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে। ২। **ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলে real-time প্রবেশাধিকার:** চেয়ারম্যানকে বেসরকারি বাণিজ্যিক ডেটাবেজে তাৎক্ষণিক প্রবেশের ক্ষমতা প্রদান ব্যবসায়িক গোপনীয়তা ও সাইবার নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। ৩। **ধারা ৪৩গ-র অতিরিক্ত বিধিনিষেধ:** এয়ার অপারেটরদের ট্রাভেল এজেন্সি পরিচালনায় সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা প্রতিযোগিতা হ্রাস করবে, যা ভোক্তার জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। ৪। **মৌলিক রদবদল:** ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল ও যাত্রী সেবা গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কিছু মৌলিক রদবদল করা হয়েছে। বিষয়গুলোর সঙ্গে সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত প্রয়োজন, যা অধিকতর কনসালটেশনের মাধ্যমে ভবিষ্যতে করা যেতে পারে। ৫। *অধ্যাদেশটি Lapse করা যেতে পারে।*
০২	বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬	সরকারের বিধি দ্বারা অপরাধ চিহ্নিতকরণ এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে দণ্ড নির্ধারণ-সংক্রান্ত বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (ধারা ৮)। কেবল আইন বা অধ্যাদেশ দ্বারা অপরাধ সৃষ্টি	১। **ট্রাভেল এজেন্সি-টু-এজেন্সি টিকেট ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধকরণ অবাস্তবিক:** ব্যবসায়িক বাস্তবতায় B2B লেনদেন অপরিহার্য; এই নিষেধাজ্ঞা ক্ষুদ্র এজেন্সির কার্যক্রম সংকুচিত করে বাজারে একচেটিয়া প্রভাব বৃদ্ধি

		করা যায় এবং শাস্তির বিধান রাখা যায়। কোনো বিধি দ্বারা কোনো কাজকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করার সুযোগ নেই।	করতে পারে। ২। **শুনানি ব্যতীত নিবন্ধন স্থগিতের ক্ষমতা:** ধা এ শুনানি ছাড়াই নিবন্ধন স্থগিতের বিধান স ৩১ ও ৪২ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ন্যায্য শুনানির অ সম্পত্তির অধিকারের পরিপন্থি। ৩। **ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা জারির ক্ষমতা অস্পষ্ট:** ধার বিচারিক আদেশ ছাড়াই প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ নিষেধাজ্ঞার ক্ষমতা প্রদান মৌলিক অধিকার ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। ৪। **অনলাইন এজেন্সির জন্য ১ কোটি টাকা** **গ্যারান্টি:** ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও স্টার্টআপের জ পরিমাণ অপ্রতিরোধ্য বাধা এবং ডিজিটাল বিকাশে প্রতিবন্ধক হতে পারে। ৫। **নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের উপর সরকারের** **আদেশ জারির ক্ষমতা:** ধারা ১১ঘ কর্তৃপক্ষের স্ ও প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা ক্ষুণ্ন করতে পারে। ৬। *এই মুহূর্তে অধ্যাদেশটি* ***Lapse*** *করা যেতে*

মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

ক্রম	অধ্যাদেশের নাম	সার-সংক্ষেপ	পর্যালোচনা/পরামর্শ
০১	Protection and Conservation of Fish (Amendment) Ordinance, 2025	"Fish Sanctuary" বা মাছের অভয়াশ্রমের সংজ্ঞা সংযোজন করা হয়েছে—যে কোনো জলাশয় বা জলভাগ সরকার সরকারি গেজেটে ঘোষণা করিলে সেখানে মাছ ও জলজ প্রাণী অবাধে প্রজনন, বৃদ্ধি ও বিচরণ করিত পারবে এবং উক্ত এলাকায় স্থায়ী বা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা যাবে। ধ্বংসাত্মক উপায়ে (বিস্ফোরক, আগ্নেয়াস্ত্র, ধনুক-বাণ ইত্যাদি) মাছ নিধনের নিষেধাজ্ঞা অভ্যন্তরীণ জলসীমা ছাড়াও উপকূলীয় ও বাংলাদেশ সামুদ্রিক মৎস্যজলসীমায় প্রসারিত করা হয়েছে। শাস্তির বিধান কঠোর করা হয়েছে।	*স্থানীয় জেলে সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা এবং বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিধান সংযোজন করা যেতে পারে। আইনটি পাশ করা যেতে পারে।*
০২	Protection and Conservation of Fish (Amendment) Ordinance, 2026	"Water body" শিরোনামে একটি নতুন সংজ্ঞা সংযোজিত হয়েছে, যেখানে নদী, খাল, বিল, হাওর, বাওড়, হ্রদ, দিঘি, পুকুর, ঘের, জলাভূমিসহ সকল প্রকার জলাশয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নিষিদ্ধ মৎস্য আহরণ পদ্ধতির তালিকায় বিস্ফোরকের পাশাপাশি electrofishing device ব্যবহারকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া জলজ	*সংসদে পাশ করা যেতে পারে।*

		জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে Aquatic Other Effective Area-based Conservation Measures (OECM) ঘোষণার ক্ষমতা সরকারকে প্রদান করা হয়েছে, যা সংরক্ষিত এলাকার বাইরে জলজ পরিবেশে দীর্ঘমেয়াদী জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ নিশ্চিত করবে। সরকারকে জলাশয়ে টেকসই মৎস্য উৎপাদন, ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণে পদক্ষেপ গ্রহণের এবং বিল, হাওর, বাওড়, অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় জলাশয়ে মৎস্য বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি বা ধ্বংস রোধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।	

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ক্রম	অধ্যাদেশের নাম	সার-সংক্ষেপ	পর্যালোচনা/পরামর্শ
০১	জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর অধ্যাদেশ, ২০২৫	জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর স্থাপন ও পরিচালনার উদ্দেশ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা হয়।	১। প্রস্তাবনায় উল্লিখিত 'যেহেতু ২৪ ডিসেম্বর ২ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উপ পরিষদের বৈঠকে গণভবনকে জুলাই গণঅভ্যুত্থান জাদুঘর হিসাবে প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব অনুমোদিত হয় বিধানটি রাখার সুযোগ নেই। ২। *প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ অধ্যাদেশটি পাশ*

			যেতে পারে।
২	বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬	মূল আইনে সর্বত্র "একাডেমী" বানানের পরিবর্তে "একাডেমি" প্রতিস্থাপিত হয়েছে। "সচিব"-এর পরিবর্তে "পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)" পদ যুক্ত করা হয়েছে। একাডেমির শাখা কার্যালয় স্থাপনে সরকারের পূর্বানুমোদন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।	*সংসদে পাশ করা যেতে পারে।*

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

ক্রম	অধ্যাদেশের নাম	সার-সংক্ষেপ	পর্যালোচনা/পরামর্শ
০১	শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪	নাম পরিবর্তন করা হয়েছে	*সংসদে পাশ করা যেতে পারে।*
০২	বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	নাম পরিবর্তন ও "ক্রীড়াসেবী"-এর আওতা বৃদ্ধিকরণ এবং ফাউন্ডেশনের কার্যাবলি সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে।	*সংসদের পাশ করা যেতে পারে।*
০৩	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	পরিষদের নেতৃত্ব ও পরিচালন ব্যবস্থাকে পুনর্বিন্যাস করা এবং প্রতিনিধিত্বের পরিধি সম্প্রসারণ। "সচিব" পদবিকে পরিবর্তন করে	*সংসদে পাশ করা যেতে পারে।*

০৪	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬	"নির্বাহী পরিচালক" করা হয়েছে। সংজ্ঞা সংশোধনে "ক্রীড়া সংস্থা"-র সংজ্ঞায় বিভাগীয় পর্যায়ের পাশাপাশি মহানগর পর্যায়কেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

ক্রম	অধ্যাদেশের নাম	সার-সংক্ষেপ	পর্যালোচনা/পরামর্শ
০১	বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	নাম পরিবর্তন করা হয়েছে।	*সংসদে পাশ করা যেতে পারে।*
০২	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	নাম পরিবর্তন করা হয়েছে।	*সংসদে পাশ করা যেতে পারে।*

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

ক্রম	অধ্যাদেশের নাম	সার-সংক্ষেপ	পর্যালোচনা/পরামর্শ
০১	পরিত্যক্ত বাড়ি (সম্পূরক বিধানাবলি) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	'ক' ও 'খ' তালিকাভুক্ত পরিত্যক্ত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক বিক্রয়ের মাধ্যমে হস্তান্তর হলে,	*সংসদে পাশ করা যেতে পারে।*

		উক্ত হস্তান্তরগ্রহীতার মালিকানা, স্বত্ব ও স্বার্থ বৈধভাবে অর্জিত হয়েছে বলে গণ্য হবে; হস্তান্তরগ্রহীতা বা তার ওয়ারিশগণ নামজারি করতে পারবে- এমন বিধান হয়েছে, যা যৌক্তিক। পরিত্যক্ত বাড়ি নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বোর্ডের গঠন ও পদবিন্যাসে পরিবর্তন আনা হয়েছে।	
০২ ময়মনসিংহ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ২০২৫ ০৩ রংপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ২০২৫ ০৪	বরিশাল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ২০২৫	বরিশাল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ময়মনসিংহ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও রংপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।	১। উক্ত অধ্যাদেশসমূহের অধীন অপরাধ সংঘটনের বিষয়ে কর্তৃপক্ষ, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারী বা অন্য কোনো ব্যক্তি আদালতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে পারবে এবং আদালত উক্ত অভিযোগ আমলে গ্রহণ করবে, মর্মে উল্লেখ আছে। 'আমলে গ্রহণ করিবে' শব্দসমূহ বাধ্যতামূলক। আমল গ্রহণ করার কাজ একটি *বিচারিক এখতিয়ার।* আইনসমূহের সংশ্লিষ্ট ধারায় *'আমলে গ্রহণ করিবে'* শব্দসমূহের পরিবর্তে *'আমলে গ্রহণ করিতে পারিবে'* শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হবে। *২। সংশোধীত আকারে সংসদে পাশ করা যেতে পারে।*
০৫	স্থানিক পরিকল্পনা অধ্যাদেশ, ২০২৫	কৃষি ও জলাশয় সুরক্ষাপূর্বক একটি সমন্বিত স্থানিক পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্দেশ্যে স্থানিক পরিকল্পনা অধ্যাদেশ, ২০২৫ প্রণয়ন করা হয়। উক্ত অধ্যাদেশের ১১ ধারায় স্থানিক পরিকল্পনা পরিপন্থি কার্যক্রম গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত বিধান যুক্ত করা হয়। ১১ ধারার বিধান লঙ্ঘন করে কার্য সংঘটন করলে তাকে ১২ ধারায়	১। সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক বিধান: ১২ ধারার অপরাধ বিচারের জন্য দেশের প্রচলিত বিচারিক আদালতকে ক্ষমতা প্রদান না করে মোবাইল কোর্ট-কে বিচারের ক্ষমতা প্রদান *সংবিধানের ৩৫(৩) অনুচ্ছেদের সাথে সংঘর্ষিক।* তাছাড়া মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর ৬ ধারা-অনুযায়ী জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য অপরাধই কেবল মোবাইল কোর্ট কর্তৃক বিচার করা সম্ভব।

		অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং এর জন্য অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রাখা হয়।	২। প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট আদালতকে বিচারের প্রদান। ৩। সংশোধিত আকারে সংসদে পাশ করা যেতে পারে।
০৬	বাংলাদেশ বিল্ডিং রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ২০২৬	"বাংলাদেশ বিল্ডিং রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষ" নামে একটি স্বতন্ত্র সংবিধিবদ্ধ সংস্থা গঠন করা হয়েছে, যেটি ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত জাতীয় ভবন বিধিমালা (বিএনবিসি ২০২০) বাস্তবায়ন তদারকি করবে এবং পেশাজীবীদের (স্থপতি, প্রকৌশলী, পরিকল্পনাবিদ প্রভৃতি) লাইসেন্স প্রদান ও বাতিল করতে পারবে। এই কর্তৃপক্ষ সকল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও অন্যান্য সংস্থার কাজ তদারকি করবে এবং নির্দেশনা দেবে।	সংসদে পাশ করা যেতে পারে।
০৭	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ২০২৬	Town Improvement Act, 1953 রহিত করে রাজউককে নতুন কাঠামোয় পরিচালনার লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণীত হয়েছে। রাজউকের পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ ও প্রয়োগের ক্ষমতা থাকবে। ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন, জলাশয়/কৃষিজমি ভরাট, অনুমোদিত নকশা বহির্ভূত নির্মাণ ইত্যাদিতে কঠোর দণ্ড (কারাদণ্ড ও বড় অংকের জরিমানা) রাখা হয়েছে।	১) ধারা ৫৮: এই অধ্যাদেশে বর্ণিত অপরাধসমূহের কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি যে-কোনো ব্যক্তিকে মা করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। বাস্তবে এধ মামলার অধিকার কেবল কর্তৃপক্ষেরই থাকা প্রয়ো যেকোনো ব্যক্তিকে এসব মামলা করার অধিকার দে হলে অপব্যবহার হবে। ২। ৫৮ ধারায় আরো উল্লেখ করা হয়েছে, আদা

			অভিযোগ দেওয়া হলে *"আদালত উক্ত অভিযোগ আমলে নেবে"।* অভিযোগ আমলে গ্রহণ একটি বিচারিক সিদ্ধান্ত, আইন দ্বারা আদালতকে বাধ্য করার সুযোগ নেই। ৩। ধারা ৫৮ এভাবে পরিমার্জন করা যেতে পারে: *"কর্তৃপক্ষ বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মচারীর লিখিত অভিযোগ ব্যতিরেকে কোনো আদালত এই অধ্যাদেশের অধীন সংঘটিত কোনো অপরাধের অভিযোগ আমলে গ্রহণ করিবে না"।* ৪। সংশোধিত আকারে সংসদে পাশ করা যেতে পারে।
	বরিশাল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬ ময়মনসিংহ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬ রংপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬	মুক্তিযোদ্ধা কর্মচারীর জন্য বয়স ৬০ বছর, ২৫ বছর চাকরি পূর্ণ হলে স্বেচ্ছা অবসর এবং কোনো কারণ না দেখিয়েই কর্মচারীকে বাধ্যতামূলক অবসরের বিধান সংযুক্ত করা হয়েছে। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে পারস্পরিক বদলি ও পদায়নের সুযোগ রাখা হয়েছে।	*সংসদে পাশ করা যেতে পারে।*
	কুমিল্লা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ২০২৬ নারায়ণগঞ্জ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ২০২৬	"কুমিল্লা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ" ও "নারায়ণগঞ্জ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ" গঠন, ক্ষমতা ও কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে; মহাপরিকল্পনার ভিত্তিতে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ, ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি পুনঃউন্নয়ন/পুনর্বিন্যাস, অবকাঠামো নির্মাণ ও ডিজিটালাইজেশন,	১) ধারা ৪৯: অধ্যাদেশ দু'টিতে বর্ণিত অপরাধসমূহের জন্য কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি যে-কোনো ব্যক্তিকে মামলা করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। বাস্তবে এধরনের মামলার অধিকার কেবল কর্তৃপক্ষেরই থাকা প্রয়োজন। যেকোনো ব্যক্তিকে এসব মামলা করার অধিকার দেওয়া হলে অপব্যবহার হবে। ২। আদালতে অভিযোগ দেওয়া হলে *"আদালত উক্ত*

		পরিবেশ-জলাধার সুরক্ষা, পর্যটন এলাকায় সমন্বয় কর্তৃপক্ষের অধীনে হবে। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া নির্মাণ/ খনন/ ভরাট/ নকশা ব্যত্যয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে।	*অভিযোগ আমলে নেবে"।* অভিযোগ আমলে বিচারিক সিদ্ধান্ত, আইন দ্বারা আদালতকে বাধ্য নেই। ৩। ধারা ৪৯ এভাবে পরিমার্জন করা যেতে পা *বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্ম* *অভিযোগ ব্যতিরেকে কোনো আদালত এই* *অধীন সংঘটিত কোনো অপরাধের অভিযোগ* *করিবে না"।* *৪। অধ্যাদেশ দু'টি সংশোধিত আকারে পাস কর* *পারে।*

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ক্রম	অধ্যাদেশের নাম	সার-সংক্ষেপ	পর্যালোচনা/পরামর্শ
০১	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	কেবল বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে "মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী" এবং তাঁদের পরিবারকেও আইনের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। "মুক্তিযোদ্ধা", "মুক্তিযুদ্ধ", "মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য", "মুক্তিযুদ্ধের সহযোগী", "সহযোগী পরিবার", "যুদ্ধাহত" ও "শহিদ" ইত্যাদি বিষয়সমূহ পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। বিদেশে জনমত গঠনকারী পেশাজীবী, প্রবাসী সরকারের কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী-কলা-কুশলী ও সাংবাদিক এবং স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলকে সহযোগী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কার্যনির্বাহী কমিটি বাতিল/ অবলুপ্ত হলে কাউন্সিলকে প্রশাসক নিয়োগ বা অ্যাডহক কমিটি গঠনের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।	*সংসদে পাশ করা যেতে পারে।*
০২	জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহিদ পরিবার এবং জুলাই যোদ্ধাদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন অধ্যাদেশ, ২০২৫	জুলাই–আগস্ট ২০২৪ গণঅভ্যুত্থানে শহিদ ও আহতদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি, কল্যাণ, চিকিৎসা, আর্থিক সহায়তা, পুনর্বাসন এবং ইতিহাস সংরক্ষণের জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। "শহিদ", "শহিদ পরিবার", "জুলাই যোদ্ধা" ও "পুনর্বাসন"–এর সংজ্ঞা	১। ধারা ২৩: আইনের স্পষ্টীকরণ বা ব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক উক্ত বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে সরকারকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দেয়ার ক্ষমতা অর্পন করা হয়েছে। সরকারের এই ক্ষমতা অবারিত। *এই বিধানটি বাদ দেয়া যেতে পারে।*

		নির্দিষ্ট করে অধিদপ্তর (জুলাই গণঅভ্যুত্থান অধিদপ্তর)-কে মূল বাস্তবায়নকারী সংস্থা করা হয়েছে।	২। *সংশোধনীসহ সংসদে পাশ করা যেতে*

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

ক্রম	অধ্যাদেশের নাম	সার-সংক্ষেপ	পর্যালোচনা/পরামর্শ
০১	বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	অধ্যাদেশটির মাধ্যমে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এর বিভিন্ন ধারায় সংশোধন আনা হয়েছে। বিশেষত ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের শর্ত সহজ করা, মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ এবং লে-অফ ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের যোগ্যতার সময়সীমা হ্রাস করা হয়েছে। এসব পরিবর্তনের ফলে শ্রমিকদের জন্য সুরক্ষা বৃদ্ধি পেলেও শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের অতিরিক্ত দায়দায়িত্ব সৃষ্টি হয়েছে।	১। সংশোধনী অধ্যাদেশ ধারা ৯ (মূল আইনের (লে-অফ ক্ষতিপূরণের যোগ্যতা) পূর্বে লে-অফ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য **কমপক্ষে এক বছর ধারাবাহিক চাকরি থাকা** ছিল। সংশোধনের মাধ্যমে *লে-অফ ক্ষতিপূরণ সময়সীমা কমিয়ে তিন মাস করা হয়েছে।* সময় কাজ করা শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠান off ক্ষতিপূরণ দিতে হতে পারে। শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনায় সংশোধন করে *lay-off ক্ষতিপূরণের জন্য ছয় মাস ধারাবাহিক চাকরির শর্ত নির্ধারণ কর পারে।*

			২। সংশোধনী অধ্যাদেশ ধারা ১১ (মূল আইনের ধারা ১৯) (কর্মস্থলে দুর্ঘটনা বা মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ) *পূর্বে কর্মস্থলে দুর্ঘটনায় মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে শ্রমিকের কমপক্ষে দুই বছর চাকরি থাকার শর্ত ছিল। সংশোধনের মাধ্যমে এই সময়সীমা কমিয়ে এক বছর করা হয়েছে।* এতে শ্রমিক কল্যাণের দৃষ্টিকোণ থেকে সুরক্ষা বৃদ্ধি পেলেও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উপর অতিরিক্ত আর্থিক দায় সৃষ্টি হতে পারে। এ প্রেক্ষিতে ধারা ১৯ সংশোধন করে *পূর্বের দুই বছর ধারাবাহিক চাকরির শর্ত বহাল রাখা যেতে পারে।* ৩। সংশোধনী অধ্যাদেশ ধারা ৩৫ (মূল আইনের ধারা ১৭৯) (ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের শর্ত) পূর্বে ধারা ১৭৯ অনুযায়ী কোনো প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের জন্য ঐ প্রতিষ্ঠানের মোট শ্রমিকের কমপক্ষে ২০ শতাংশ শ্রমিকের সদস্যপদ প্রয়োজন হতো। *সংশোধনের মাধ্যমে ছোট প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ২০ জন শ্রমিক থাকলেই ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করা সম্ভব করা হয়েছে।* এর ফলে একই প্রতিষ্ঠানে একাধিক ক্ষুদ্র ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ধারা ১৭৯ সংশোধন করে ট্রেড ইউনিয়ন

			গঠনের জন্য মোট শ্রমিকের ২০ শতাংশ অ ২০ শতাংশ শ্রমিকের সংখ্যা ২০ জনে সেক্ষেত্রে ২০ জন শ্রমিকের সমন্বয়ে ট্রেড ই করা যাবে—এই শর্ত নির্ধারণ করা যেতে সংগঠন গঠনের অধিকার বজায় থাকে এবং অযৌক্তিক সংখ্যক ইউনিয়ন গঠনের ঝুঁকি ক ৪। সংশোধনী অধ্যাদেশ ধারা ৬৫ (মূল আ ২৯২) (আপসমীমাংসা না মানার ক্ষেত্রে সাজা) ধারা ১২৪ক-এর অধীন আপসমীমাংসার মানাকে এই ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসে করা হয়েছে। ধারা ১২৪ক-এ আপসমীমাংসার সিদ্ধান্তের সুযোগ রয়েছে। ১) উভয়পক্ষের সর্ব গৃহিত সিদ্ধান্ত উপধারা (৪), ২) মধ্যস্থতাকারী উপধারা (৬)। কেবল সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত মানা কে শাস্তিযোগ্য করা যুক্তিসংগত। অতএব, আইনটির ধারা ১২৪ক সংশোধন ক উপধারা-(৪) এর আপসমীমাংসাকে শাস্তিযো যেতে পারে। ৫। সংশোধনী অধ্যাদেশ ধারা ৭৩ (মূল আইনে ৩০৭) (আইনের বিধান লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে ন্যূনতম

			পূর্বে এই আইনের বিধান লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে অর্থদণ্ডের কোনো ন্যূনতম সীমা নির্ধারিত ছিল না। সংশোধনের মাধ্যমে বর্তমানে *এই আইনের বিধান লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ডের বিধান সংযোজন করা হয়েছে।* এর ফলে ক্ষুদ্র ও ছোট ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের জন্য এই বিধান তুলনামূলকভাবে কঠোর হয়ে উঠতে পারে। এ প্রেক্ষিতে ধারা ৩০৭ সংশোধন করে *ন্যূনতম অর্থদণ্ডের বিধান বিলোপ করে কেবল সর্বোচ্চ অর্থদণ্ড নির্ধারণের বিধান রাখা যেতে পারে,* যাতে আদালত ঘটনার প্রকৃতি ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে উপযুক্ত অর্থদণ্ড নির্ধারণ করতে পারে। সুপারিশ: আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)-এর নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে *উল্লিখিত পর্যবেক্ষণসমূহের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিমার্জনসহ অধ্যাদেশটি সংসদে আইন আকারে পাস করা যেতে পারে।*

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

ক্রম	অধ্যাদেশের নাম	সার-সংক্ষেপ	পর্যালোচনা/পরামর্শ
০১	তথ্য অধিকার (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬	তথ্য অধিকার (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬-এর মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ২, ৬ ও ২৭ সংশোধন করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের নথি/উপাত্ত (ইলেকট্রনিকসহ) অন্তর্ভুক্ত করা হলেও দাপ্তরিক নোটশিট বা নোটশিটের প্রতিলিপিকে "তথ্য" থেকে স্পষ্টভাবে বাদ রাখা হয়েছে; ধারা ৬-এ কর্তৃপক্ষের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ-প্রচার সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা হালনাগাদ করে সিদ্ধান্ত, অডিট প্রতিবেদন, ব্যয়-সংক্রান্ত তথ্যসহ কর্মকাণ্ডের তথ্য সহজলভ্যভাবে প্রকাশ (ওয়েবসাইটে প্রকাশসহ) এবং গুরুত্বপূর্ণ নীতি/সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে যুক্তি-কারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ/জনমত যাচাই প্রক্রিয়া ও কার্যবিবরণী ইত্যাদি ব্যাখ্যার বিধান যুক্ত করা হয়েছে; একইসাথে তথ্য কমিশনকে প্রবিধান দ্বারা একটি কেন্দ্রীয় "তথ্য ভান্ডার" গঠনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ধারা ২৭ সংশোধন করে জরিমানার পরিমান বৃদ্ধি করা হয়েছে।	ধারা ৬-এ কর্তৃপক্ষের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকা সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা হালনাগাদ করে সিদ্ধান্ত, প্রতিবেদন, ব্যয়-সংক্রান্ত তথ্যসহ কর্মকাণ্ডের সহজলভ্যভাবে প্রকাশ (ওয়েবসাইটে প্রকাশসহ গুরুত্বপূর্ণ নীতি/সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে যুক্তি-কারণ, গ্রহণ/জনমত যাচাই প্রক্রিয়া ও কার্যবিবরণী ব্যাখ্যার বিধান যুক্ত করা হয়েছে। বিষয়গুলো সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্তের বি অধিকতর কনসালটেশনের দাবি রাখে। ৩। *অধ্যাদেশটি Lapse করা যেতে পারে।*

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

ক্রম	অধ্যাদেশের নাম	সার-সংক্ষেপ	পর্যালোচনা/পরামর্শ
০১	বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি সংরক্ষণ অধ্যাদেশ, ২০২৬	দেশের হাওর ও জলাভূমির অস্তিত্ব রক্ষায় কঠোর আইনি পদক্ষেপ নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। হাওর বা জলাভূমি অবৈধ দখল, ভরাট কিংবা পানির স্বাভাবিক প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করলে কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডের বিধান রেখে অধ্যাদেশটি জারি করা হয়েছে।	১। ধারা ১১: সরকারের কোনো 'সুরক্ষা আদেশ' কেউ লংঘন করলে তাকে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। *সংসদ কর্তৃক পাশকৃত আইন বা রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ ব্যতীত* সরকারি *আদেশের মাধ্যমে কোনো কাজকে দণ্ডনীয় অপরাধ* হিসাবে গণ্য করা বা শাস্তির বিধান করার আইনগত সুযোগ নেই। ২। *সংশোধনীসহ সংসদে পাশ করা যেতে পারে।*

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১। আইন ও বিচার বিভাগ

ক্রম	অধ্যাদেশের নাম	সার-সংক্ষেপ	পর্যালোচনা/পরামর্শ
০১ ০২	International Crimes (Tribunals) (Amendment) Ordinance, 2024 International Crimes (Tribunals) (Amendment) Ordinance, 2025	১। Section 2(bbb): "organisation" means any political party, or any entity subordinate to, or affiliated to, or associated with such a party, or *any group of individuals* which, in the opinion of the Tribunal,	উল্লিখিত বিধানে 'any group of individuals' শব্দগুলো বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে এবং অপব্যবহারের সুযোগ তৈরি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ৫ জন বন্ধু মিলে ফেসবুক গ্রুপে কোনো আলোচনা করলেও সেটি এর আওতায় চলে আসতে পারে। 2(bbb) ধারায় উল্লিখিত *'or any group of individuals'* শব্দগুলো বাদ দেয়া

০৩	**International Crimes (Tribunals) (Second Amendment) Ordinance, 2025**	propagates, supports, endorses, facilitates, or engages in the activities of such a party or entity;	যেতে পারে।
০৪	**International Crimes (Tribunals) (Third Amendment) Ordinance, 2025**	২। **Section: 11A (4):** For the purpose sub-section (3), the Tribunal shall send to that court a certified copy of the case record and the documents and articles, if any, which are to be produced ***in*** evidence and notify the concerned public prosecutor of the transfer of the case.	11A (4) ধারায় ***'in'*** শব্দটির পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত হবে।
		৩। **Section 20B (Punishments, etc. for organisation):** ***If it appears to the Tribunal*** that any organisation has committed, ordered, attempted, aided, incited, abetted, conspired, facilitated or otherwise assisted the commission of any of the crimes under sub-section (2) of section 3 of this Act, the Tribunal shall have the power to suspend or prohibit its	20B ধারায় **'If it appears to Tribunal'** শব্দসমূহ কোন সময়ে আদালত গ্রহণ করবে সে বিষয়ে অস্পষ্টতা সৃষ্টি করে নিম্নরূপে স্পষ্ট করা যেতে পারে- ***'If proved in a trial before Tribunal'***।
			উল্লিখিত চারটি অধ্যাদেশ সংশোধিত ও আকারে *সংসদ কর্তৃক একটি আইনের মাধ্যমে করা যেতে পারে।*

		activities, ban the organisation, suspend or cancel its registration or license, and confiscate its property.	
০৫	**Bangladesh Law Officers (Amendment) Ordinance, 2024**	The Ordinance allows relaxation of the age limit for the posts of Additional Attorney General and Deputy Attorney General, provided the individuals are deemed fit and efficient.	*সংসদ কর্তৃক পাশ করা যেতে পারে।*
০৬	**সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ অধ্যাদেশ, ২০২৫**	**১। একক ব্যক্তির সাবজেক্টিভ স্যাটিসফেকশন:** সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ অধ্যাদেশ, ২০২৫ প্রণয়নের মাধ্যমে বিচারক নিয়োগ প্রক্রিয়াকে প্রধান বিচারপতির সাবজেক্টিভ স্যাটিসফেকশনের ওপর নির্ভরশীল করা হয়েছে। ৩ ধারা অনুসারে প্রধান বিচারপতি একাধারে কাউন্সিলের সভাপতি, তার পছন্দেই সদস্য হবেন একজন অবসরপ্রাপ্ত আপীল বিভাগের বিচারপতি এবং তার পছন্দেই আরেকজন আইনের অধ্যাপক। আবার ১০ ধারা অনুযায়ী কাউন্সিলের প্রস্তাবকৃত নামগুলো সম্পর্কে তিনিই সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদান	১। এ্যাপয়েন্টমেন্ট কাউন্সিলে আইনমন্ত্রী-কে সদস্য রাখা যেতে পারে। ২। প্রধান বিচারপতির নিকট না পাঠিয়ে কাউন্সিল সরাসরি তাদের প্রস্তাবিত নামগুলো রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণ করবেন। *রাষ্ট্রপতিকে রিভিউ-এর* সুযোগ দিতে হবে। রাষ্ট্রপতি উক্ত প্রস্তাবিত নামের মধ্য থেকে যাদেরকে নিয়োগ দিতে ইচ্ছুক হবেন তাদের ব্যাপারে প্রধান বিচারপতির সাথে অনুচ্ছেদ ৯৫ অনুযায়ী পরামর্শ

		করবেন। ২। সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক: সুপ্রীমকোর্টের বিচারক নিয়োগ দেয়ার এখতিয়ার রাষ্ট্রপতি (অনুচ্ছেদ ৯৫)। তিনি নিয়োগের কাজটি করবেন প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ করবেন। কিন্তু অধ্যাদেশের ১০ ধারাটি সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। এই ধারায় উল্লেখ আছে, প্রধান বিচারপতি কাউন্সিলের সুপারিশকৃত নামগুলো রাষ্ট্রপতির নিকট প্রস্তাব করবেন। ৩। এই অধ্যাদেশে ১১ ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কাউন্সিল-প্রদত্ত তালিকা হতে নিয়োগ দিতে বাধ্য। **রাষ্ট্রপতির কার্যত কোনো ভূমিকা নেই।** ৪। এ্যাপয়েন্টমেন্ট কাউন্সিলে সরকারের **প্রতিনিধিত্ব খুবই কম।**	করবেন। ৩। অধ্যাদেশটি *সংবিধানের সাথে সাং* সংসদে পাশ হওয়ার সুযোগ নেই। তবে *সংসদের Act দ্বারা বাতিল করতে হ* অধ্যাদেশের অধীনে ইতোমধ্যে সম্পা নিয়োগ প্রক্রিয়াকে *হেফাজতের বিধান* অ *হবে।*
০৭ ০৮	**সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ, ২০২৫** **সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬**	বিচার বিভাগের প্রশাসনিক ও আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। নিম্ন আদালতের বিচারকদের নিয়ন্ত্রণ এবং বাজেট ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রধান বিচারপতির নিয়ন্ত্রনে সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয়ের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে।	১। বর্তমান ব্যবস্থায় সরকার ও বিচার বি *একটি চেকস এ্যান্ড ব্যালেন্স রয়েছে।* নিয়ন্ত্রণ (বদলি, পদোন্নতি ও শৃংখলা) প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সুপ্রীম কোর্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যবস্থায় বিচারকগণ কারো একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণে ফলে তারা একজন ব্যক্তির অন্যায় সিদ্ধা হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

			২। অধ্যাদেশ-অনুযায়ী প্রধান বিচারপতি নিম্ন আদালতের বিচারকদের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রনের অধিকারী হবেন। *সরকারের সাথে কাজের কোনো সমন্বয় থাকবে না।* একজন ব্যক্তির একক নিয়ন্ত্রন বিচারকদের ক্ষতির কারণ হতে পারে। ন্যায় বিচার বাঁধাগ্রস্থ হতে পারে। পরামর্শ: ১। বিচারকদের নিয়ন্ত্রণ (বদলি, পদোন্নতি, শৃঙ্খলা) সম্পর্কিত *অধ্যাদেশের ধারা ৭ বাদ দেওয়া যেতে পারে।* ২। ধারা ৭ বাতিল করা হলে, তার সাথে সম্পর্কিত ধারা ৫ সহ অন্যান্য ধারাসমূহে প্রয়োজনীয় অভিযোজন করতে হবে। ৩। ধারা ৭ বহাল রেখে ধারা ১-এ নিম্নরূপ বিধান প্রণয়ন করা যেতে পারে: *'সরকার উপযুক্ত মনে করিলে, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে, ধারা ৭ এর বিধানাবলি সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা কার্যকর করিবে।'* ৪। বিচার বিভাগের আর্থিক স্বাধীনতা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় *সংশোধনীসহ সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ পাশ করা যেতে পারে।*
০৯	Code of Civil Procedure (Amendment) Ordinance, 2025	Mandatory Affidavit, Digital Summons, Reduced Adjournments, Increased	সংশোধনীটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ এবং *সংসদে পাশ হতে পারে।*

		Fines for false cases, No Separate Execution case ইত্যাদি বিষয়সমূহ সংজোযন করা হয়েছে।	
১০	**Code of Criminal Procedure (Amendment) Ordinance, 2025**	ফৌজদারি মামলায় আদালতে Interim Investigation Report উপস্থাপন করার বিধান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। (Section 173A)	1. There are allega misuse by investiga 2. Sometimes, Inte Investigation Repor ***safeguard for innoc against unnecessar and misuse of inves processes.*** *৩। সংসদ কর্তৃক পাশ করা যেতে*
১১	**Code of Criminal Procedure (Second Amendment), Ordinance, 2025**	Reform of Arrest Procedures, Regulation of Arrest without Warrant (Section 54 Reform), Safeguards in Police Remand and Judicial Custody, Regulation of "Shown Arrest", Time Limit for Completion of Investigation, Accountability	সংশোধনীটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ এবং *করা যেতে পারে।*

		of Investigating Officers, Bail and Attendance Reforms, Victim and Witness Protection Measures, Reform of Summary Trial Procedure, Abolition of Whipping and Rationalisation of Fines, Trial in Absentia Provisions, Expansion of Compounding of Offences	
১২ ১৩	আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫; আইনগত সহায়তা প্রদান (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬	মামলা-পূর্ব বাধ্যতামূলক মধ্যস্ততা, চীফ লিগ্যাল এইড অফিসার এবং স্পেশাল মেডিয়েটর পদ সৃষ্টি, মধ্যস্ততা চুক্তিকে ডিক্রীর মর্যাদা, সংস্থাকে অধীদপ্তরে রূপান্তর ও মহানগর লিগ্যাল এইড কমিটি প্রতিষ্ঠা।	আইনটি কার্যকর। *সংসদে পাশ করা যেতে পারে।*
১৪	বাণিজ্যিক আদালত অধ্যাদেশ, ২০২৬	বাণিজ্যিক বিরোধকে সংজ্ঞায়িত করে এর বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাণিজ্যিক আদালত গঠন করা হয়েছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তিতে মধ্যস্থতা, সংক্ষিপ্ত বিচার ও কতিপয় বিশেষ বিধান রাখা হয়েছে।	আইনটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ। *সংসদে পাশ করা যেতে পারে।*

১৫ ১৬	Registration (Amendment) Ordinance, 2026 Registration (Second Amendment) Ordinance, 2026	চুক্তিনামা ও বিদেশে সম্পাদিত চুক্তি নিবন্ধনের সময়সীমা বাড়িয়ে জনবান্ধব করা হয়েছে। আপিল ও দরখাস্ত নিষ্পত্তির জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা দেওয়া হয়েছে। জমির দলিল নিবন্ধন প্রক্রিয়া অনলাইনে সম্পাদনের বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রথম সংশোধনীতে বিধান করা হয়েছিল, দলিল নিবন্ধনের সময় কোনো সাব রেজিস্ট্রার নির্ধারিত ফি, ট্যাক্স, সার্ভিস চার্জ, ডিউটি আদায় না করে কোনো দলিল নিবন্ধন করে ফেললে সেটা তার ব্যক্তিগত দায় এবং তা সংশ্লিষ্ট সাব রেজিস্ট্রার এর কাছ থেকে আদায় করা হবে। দ্বিতীয় সংশোধনীতে বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রার যদি প্রমাণ করতে পারেন যে, তিনি সরল বিশ্বাসে কাজ করতে গিয়ে নির্ধারিত ট্যাক্স, ফি, সার্ভিস চার্জ, ডিউটি আদায় না করে কোনো দলিল নিবন্ধন করে ফেলেছেন, তাহলে বকেয়া অর্থ দলিলের সংশ্লিষ্ট পক্ষ থেকে আদায় করা হবে।	*সংসদে পাশ করা যেতে পারে।*
১৭	Civil Courts (Amendment) Ordinance, 2025	'সহকারী জজ' নাম পরিবর্তন হয়ে 'সিভিল জজ' হয়েছে।	*সংসদে পাশ করা যেতে পারে।*

২। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

ক্রম	আদেশ/অধ্যাদেশের নাম	সার-সংক্ষেপ	পর্যালোচনা/পরামর্শ
০১	জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪	২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০২৪ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ-এর মাধ্যমে সংশোধন করা হয়। এতে বাছাই কমিটির সভাপতির অবর্তমানে উপস্থিত সদস্যদের মধ্য থেকে একজনকে সভাপতিত্ব করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। পরবর্তীতে নতুন করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি করা হয় যার মাধ্যমে ২০০৯ সালের আইনটি বাতিল করা হয়। ২০২৫ সালে মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ-এর উপর একটি সংশোধনী অধ্যাদেশ জারি করা হয়।	১। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে সরকারের কোনো মন্ত্রণালয় বা বিভাগের আওতায় রাখা হয়নি। বিষয়টি একটি বড় অসঙ্গতি। ২। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে গুমের মতো সংবেদনশীল অপরাধের তদন্তের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এর সঙ্গে সরকারের শৃঙ্খলা-বাহিনী ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দায় সম্পৃক্ত। ৩। ২০২৫ সালের গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশের সঙ্গে এই অধ্যাদেশের সংযোগ থাকায় এই বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে অধিকতর পরামর্শ করা প্রয়োজন। ৪। *অধ্যাদেশটি Lapse করে পরে অধিকতর সংশোধনসহ একটি নতুন আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে।*
০২	জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫		
০৩	জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫		

৩। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়/লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

ক্রম	অধ্যাদেশের নাম	সার-সংক্ষেপ	পর্যালোচনা/পরামর্শ
০১	জাতীয় সংসদের নির্বাচনি এলাকার সীমানা	অধ্যাদেশটি দ্বারা জাতীয় সংসদের নির্বাচনি	*সংসদে পাশ করা যেতে পারে।*

	নির্ধারণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	এলাকার সীমানা নির্ধারণ আইন, ২০২১ সংশোধন করা হয়। উক্ত আইনের ধারা ৮-এর উপধারা (৩)- এ রেফারেন্স ভুলভাবে উপধারা (১) হিসেবে উল্লেখ ছিল, যা সংশোধন করে (২) করা হয়।	
০২	ভোটার তালিকা (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	অধ্যাদেশটি দ্বারা ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ সংশোধন করা হয়। এতে ভোটার হওয়ার তারিখ প্রতিবছর জানুয়ারি মাসের ১ তারিখের পাশাপাশি কমিশন কর্তৃক ঘোষিত অন্য যে-কোনো তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে।	*সংসদে পাশ করা যেতে পারে।*
০৩	নির্বাচন কমিশন সচিবালয় (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	নির্বাচন কমিশন সচিবালয় (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ দ্বারা নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন, ২০০৯ সংশোধন করা হয়। অধ্যাদেশটির মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য নির্বাচন কমিশন সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং নির্বাচনী দায়িত্ব পালনে সার্বিক সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত বিধান অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।	*সংসদে পাশ করা যেতে পারে।*
০৪	নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	অধ্যাদেশটি দ্বারা নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ সংশোধন করা হয়। এতে আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে দণ্ডের আওতা ও পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে।	*সংসদে পাশ করা যেতে পারে।*

০৫ ০৬	Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2025 Representation of the People Order (Second Amendment) Ordinance, 2025	উক্ত দু'টি অধ্যাদেশ দ্বারা Representation of the People Order, 1972 সংশোধন করা হয়। আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী হিসেবে কোস্ট গার্ড, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অনুচ্ছেদ ১২ সংশোধনক্রমে আদালত কর্তৃক পলাতক ঘোষিত ব্যক্তিদের সংসদ নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। প্রার্থীর জামানতের পরিমাণ ২০ হাজার টাকার পরিবর্তে ৫০ হাজার টাকা করা হয় (অনুচ্ছেদ ১৩)। একমাত্র প্রার্থীর ক্ষেত্রে 'না' ভোটের বিধান সন্নিবেশ করা হয় (অনুচ্ছেদ ১৯)। জোটবদ্ধ নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিজ দলীয় প্রতীকে নির্বাচনের বিধান করা হয় (অনুচ্ছেদ ২০)। ভোটে বিঘ্ন বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি এবং ব্যালট বাক্স ধ্বংস, হারিয়ে হাওয়া ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া বা পরিবর্তনের কারণে পোলিং স্টেশনের প্রিসাইডিং অফিসারকে পোলিং স্টেশনের ভোট বন্ধ করার ক্ষমতা প্রদান করা হয় (অনুচ্ছেদ ২৫)। ইভিএম-সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ ২৬ক, ২৬খ, ২৬গ, ২৬ঘ বিলুপ্ত করা হয়। পোস্টাল ব্যালটে কারাবন্দী, নির্বাচনি কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি, বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশীদের	উক্ত অধ্যাদেশ দু'টি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। *অধ্যাদেশ দুটিকে একটি সমন্বিত আইন আকারে সংসদে পাশ করা যেতে পারে।*

		ভোটদানের সুযোগ প্রদান করা হয় (অনুচ্ছেদ ২৭)। নির্বাচনি ব্যয় ভোটার পিছু ১০টাকা হিসেবে সীমিত করা হয়েছে (অনুচ্ছেদ ৪৪খ)। রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত ডোনেশন দলের ওয়েবসাইটে প্রকাশের বিধান করা হয়েছে (অনুচ্ছেদ ৪৪গগ)। ডোনেশনে সংগ্রহের পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয় (অনুচ্ছেদ ৯০) এবং ইলেকশন ইনকোয়ারি কমিটিকে বিচারিক ক্ষমতা প্রদান করা হয় (৯১কক)।	
০৭	গণভোট অধ্যাদেশ, ২০২৫	জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ কার্যকর করার লক্ষ্যে অধ্যাদেশটি জারি করা হয়।	১। *আদেশের মাধ্যমে আইন প্রণয়নের … নেই।* ফলে জুলাই জাতীয় সনদ (সং… বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ একটি সংবিধা… এবং এটি কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রনীত গণ… ২০২৫ *একটি প্রশ্নবিদ্ধ অধ্যাদেশ।* ২। হাইকোর্ট বিভাগ গণভোট সংক্রান্ত সংবি… অনুচ্ছেদ বাতিল সংক্রান্ত পঞ্চদশ সংশোধনী… অসাংবিধানিক ঘোষণা করেছেন। ফলে সাংবিধানিকভাবে গণভোটের বিধান পু… গণভোটের বিধান রাষ্ট্রপতির সম্মতি প্রদান… আয়োজিত হবে। সংসদ কী আইন প্রণয়ন … প্রণয়নের পদ্ধতি বিষয়ে গণভোট আয়োজনের… নেই। গণভোট অধ্যাদেশের মাধ্যমে মূলত … সংসদকে বাধ্য করা হয়েছে এবং সংসদের সা… প্রণয়ন ক্ষমতাকে খর্ব করা হয়েছে। ফ…

			অধ্যাদেশ, ২০২৫' *বাংলাদেশের সাংবিধানিক ব্যবস্থার পরিপন্থী।* ৩। অধ্যাদেশটি জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ কার্যকর করার লক্ষ্যে জারি করা হয়। এই দু'টি আইনই *ex-facie সংবিধান সংশোধনের সমতুল্য* যা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩(১)(খ)-এর বিধান অনুযায়ী বারিত বলে প্রতীয়মান হয়। ৪। অধ্যাদেশটি একটি *রহিতকরণ আইন দিয়ে বাতিল করা প্রয়োজন।* *০৫। অধ্যাদেশটি Lapse করা যেতে পারে।*

৪। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়/লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

ক্রম	অধ্যাদেশের নাম	সার-সংক্ষেপ	পর্যালোচনা/পরামর্শ
০১	জাতীয় সংসদ সচিবালয় (অন্তর্বর্তীকালীন বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ২০২৪	ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের স্পীকার তাহার দায়িত্বভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে স্পীকারের প্রশাসনিক, আর্থিক ও অন্যান্য দায়িত্ব ও ক্ষমতা আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টার উপর ন্যস্ত করা হয়।	উক্ত অধ্যাদেশটি এ্যাক্ট আকারে পাশ করার আবশ্যকতা নেই। তথাপি, ইতোমধ্যে সম্পাদিত কাজের বৈধতা ও continuity রাখার জন্য অধ্যাদেশটিকে *হেফাজত এর বিধানসহ একটি রহিতকরণ আইন দিয়ে বাতিল করতে হবে।*

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

ক্রম	অধ্যাদেশের নাম	সার-সংক্ষেপ	পর্যালোচনা/পরামর্শ
০১	বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত কতিপয় আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	বিভিন্ন আইনে উল্লিখিত নামকরণ পরিবর্তন করা হয়েছে	*সংসদে পাশ করা যেতে পারে।*
০২	গাজীপুর ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	নামকরণ পরিবর্তন করে 'ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি' যুক্ত করা হয়েছে।	*সংসদে পাশ করা যেতে পারে।*
০৩	ঢাকা সেন্ট্রাল বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ, ২০২৬	আধুনিক ও মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা প্রদান উপযোগী একটি নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। ঢাকা মহানগরের ৭ (সাত)টি কলেজকেন্দ্রিক (ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, সরকারি তিতুমীর কলেজ, সরকারি বাঙলা কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ ও কবি নজরুল সরকারি কলেজ) স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষা এবং গবেষণা কার্যক্রমে মানসম্মত পাঠ্যক্রম, শিক্ষকতা, সনদায়নসহ সার্বিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হয়েছে।	*সংসদে পাশ করা যেতে পারে*
০৪	বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬	সংজ্ঞা সংশোধনে শিক্ষক ও কর্মচারীর সংজ্ঞায় MPO-ভুক্ত প্রতিষ্ঠান-এর শর্ত যুক্ত করা	*সংসদে পাশ করা যেতে পারে।*

		হয়েছে এবং দাখিল ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের সাথে সংযুক্ত ইবতেদায়ি মাদ্রাসাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সরকারের অনুমোদনক্রমে কার্য পরিচালনার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। বোর্ড গঠন সম্ভব না হলে অন্তর্বর্তী ব্যবস্থায় সুবিধা প্রদানের সংস্থানও রাখা হয়েছে।	
০৫	বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬	সংজ্ঞা সংশোধনে শিক্ষক ও কর্মচারীর সংজ্ঞায় MPO-ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের শর্ত যুক্ত করা হয়েছে এবং দাখিল ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের সাথে সংযুক্ত ইবতেদায়ি মাদ্রাসাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ট্রাষ্টী বোর্ড পুনর্গঠন করা হয়েছে। বোর্ড গঠন সম্ভব না হলে সরকারের অনুমোদনক্রমে অন্তর্বর্তী ব্যবস্থায় কল্যাণ সুবিধা প্রদানের বিধানও যুক্ত হয়েছে।	*সংসদে পাশ করা যেতে পারে।*

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

১। স্থানীয় সরকার বিভাগ

ক্রম	অধ্যাদেশের নাম	সার-সংক্ষেপ	পর্যালোচনা/পরামর্শ
০১	জেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪	ধারা যথাক্রমে ১০খ, ১৩ঘ, ১৩ক ও ৩২ক।–	১। *'বিশেষ পরিস্থিতিতে অত্যাবশ্যক বিবেচনা করিলে*

০২ ০৩ ০৪	উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪ স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪	উল্লিখিত আইনসমূহের মাধ্যমে সরকার, *বিশেষ পরিস্থিতিতে অত্যাবশ্যক বিবেচনা করিলে বা জনস্বার্থে,* সকল জেলা পরিষদ/উপজেলা পরিষদ/সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার *চেয়ারম্যান/মেয়র বা সদস্যগণকে অপসারণ করিতে পারিবে।*	*বা জনস্বার্থে'*- সরকার উক্ত বিধানের যথে করতে পারে। বিধানটি বহাল রাখার আবশ কিনা যাচাই করা আবশ্যক। ২। অধ্যাদেশসমূহ বহাল না রাখার *হেফাজতের বিধানসহ একটি রহিতকরণ করতে হবে।*
০৫	পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪	উক্ত অধ্যাদেশের মাধ্যমে বিশেষ পরিস্থিতিতে, সরকার, অত্যাবশ্যক বিবেচনা করিলে, কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে, জনস্বার্থে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং বোর্ড বাতিল, অপসারন ও নিয়োগ করার ক্ষমতা অর্জন করে।	১। *'বিশেষ পরিস্থিতিতে অত্যাবশ্যক বিবে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে,* সরকার উক্ত বিধানের যথেচ্ছা ব্যবহার ক বিধানটি বহাল রাখার আবশ্যকতা আছে করা আবশ্যক। ২। অধ্যাদেশটি বহাল না রাখার সিদ্ধান্ত হলে *বিধানসহ একটি রহিতকরণ আইন পাশ কর*
০৬ ০৭	স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন)	স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রার্থীরা রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত অথবা স্বতন্ত্র হবেন- এই বিধান বিলুপ্ত করা হয়েছে। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় "শ্লথগতির সাধারণ যানবাহন" চলাচলের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ	*সংসদে পাশ করা যেতে পারে।*

০৮ ০৯ ১০	অধ্যাদেশ, ২০২৫ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	করা হয়েছে। 'মহিলা' শব্দকে 'নারী' শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।	

২। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

ক্রম	অধ্যাদেশের নাম	সার-সংক্ষেপ	পর্যালোচনা/পরামর্শ
০১ ০২ ০৩	শেখ রাসেল পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, রংপুর (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, জামালপুর (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	কেবল নামকরণ পরিবর্তন করা হয়েছে।	*সংসদে পাশ করা যেতে পারে*

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

১। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

ক্রম	অধ্যাদেশের নাম	সার-সংক্ষেপ	পর্যালোচনা/পরামর্শ
০১	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	কেবল নামকরণ পরিবর্তন করা হয়েছে।	সংসদে পাশ করা যেতে পারে
০২	শেখ হাসিনা মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা, (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫		
০৩	বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫		

২। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

ক্রম	অধ্যাদেশের নাম	সার-সংক্ষেপ	পর্যালোচনা/পরামর্শ
০১	মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন অধ্যাদেশ, ২০২৫	এই অধ্যাদেশে অঙ্গ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রতিস্থাপন কীভাবে হবে—তার বিধান বলা হয়েছে। "অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ" বলতে কিডনি থেকে	পরামর্শ: ১) লং টাইটেল-এ সন/আইন নং "১৯৯৯ সালের আইন হলেও ব্র্যাকেট "(

		টিস্যু পর্যন্ত সবই বোঝানো হয়েছে। মৃতদেহ থেকে দান (ক্যাডাভেরিক দান), অদলবদল করে সংযোজন (সোয়াপ ট্রান্সপ্লান্ট), নিঃস্বার্থ দাতা, জাতীয় রেজিস্টার, এবং বিভিন্ন বোর্ড/কমিটির দায়িত্ব স্পষ্ট করা হয়েছে। সরকারের অনুমোদন ছাড়া কোনো হাসপাতাল অঙ্গ সংযোজন করতে পারবে না। জীবিত দানের ক্ষেত্রে সাধারণত নিকট আত্মীয় বা নিঃস্বার্থ দাতা হওয়ার বাধ্যবাধকতা রাখা হয়েছে; তবে চোখ/চর্ম/টিস্যু/অস্থিমজ্জা দানে আত্মীয়তার শর্ত শিথিল করা আছে। দাতা-গ্রহীতার ক্ষেত্রে বয়সসীমা, রোগ/সংক্রমণ পরীক্ষা এবং মৃতদেহ থেকে সংযোজনে অগ্রাধিকারের নিয়ম নির্ধারণ করা হয়েছে। অঙ্গ কেনাবেচা ও বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ভুয়া আত্মীয়তা বা অন্য লঙ্ঘনে জেল-জরিমানা, চিকিৎসকের নিবন্ধন বাতিল, হাসপাতালের অনুমতি/লাইসেন্স স্থগিত করার বিধান রাখা হয়েছে।	*নং আইন)" লেখা হয়েছে।* ২) *৬(২)(ক)(আ) ধারায় ব্রেইন ডেথ শর্তে তাপমাত্রা ৩৫০± সেলসিয়াস লেখা—এটা অসম্ভব; সম্ভবত ৩৫± সেলসিয়াস হবে।* ৩) *সংশোধনীসহ সংসদে পাশ করা যেতে পারে।*
৯	ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	১৯৭৫ সালের *Bidi Manufacture (Prohibition) Ordinance* রহিত করে প্রয়োজনীয় বিধানগুলো ২০০৫ সালের আইনে একীভূত করা হয়েছে। "তামাকজাত দ্রব্য"-এর সংজ্ঞা বিস্তৃত করে ই-সিগারেট/ENDS, HTP, নিকোটিন পাউচসহ নতুন নিকোটিন পণ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। "পাবলিক প্লেস" ধারণা বিস্তৃত করে	*সংসদে পাশ করা যেতে পারে।*

		ভবনের গেইট, বারান্দা, সামনের-পেছনের মাঠ, অপেক্ষার সারি ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং পাবলিক প্লেস ও পরিবহণে ধূমপান/তামাক ব্যবহার নিষিদ্ধ করে জরিমানা ৩০০ থেকে ২০০০ টাকায় উন্নীত হয়েছে। বিজ্ঞাপন-প্রচার নিষেধাজ্ঞা আরও কড়াকড়ি করা হয়েছে— ইন্টারনেট/সোশ্যাল মিডিয়া/ওটিটি, সিনেমা-নাটকে দৃশ্য প্রদর্শন, পয়েন্ট অব সেলে প্যাকেট প্রদর্শন ও ব্র্যান্ড-মিমিক প্যাকেজিং নিষিদ্ধ; শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/হাসপাতাল/শিশুপার্কের ১০০ মিটারের মধ্যে বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয়েছে; স্বাস্থ্য সতর্কবাণী ৭৫% স্থানজুড়ে করা, উৎপাদনের তারিখ যুক্ত করা এবং "স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং" চালুর বিধান আনা হয়েছে; কোম্পানির ক্ষেত্রে কঠোর দণ্ড ও লাইসেন্স বাতিলের ব্যবস্থাও যুক্ত হয়েছে।	

অর্থ মন্ত্রণালয়

১। অর্থ বিভাগ

ক্রম	অধ্যাদেশের নাম	সার-সংক্ষেপ	পর্যালোচনা/পরামর্শ
০১	সরকারি হিসাব নিরীক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫	এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহা হিসাব-নিরীক্ষকের ক্ষমতা ও কার্যাবলি সুস্পষ্ট করা এবং *সরকারি অর্থ*	*সংসদে পাশ করা যেতে পারে।*

		ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। এতে ব্যয়, রাজস্ব, ভান্ডার ও মজুত, সম্পদ ও দায়, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব, সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি সংস্থা এবং মিতব্যয়িতা-দক্ষতা-ফলপ্রসূতা (performance audit) *নিরীক্ষার ক্ষমতা স্পষ্ট করা হয়েছে।* নিরীক্ষা প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সংসদে উপস্থাপন এবং পরবর্তীতে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করার বিধান রয়েছে। বাজেট ব্যয়ে মহা হিসাব-নিরীক্ষকের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব স্বীকৃত হলেও সাংগঠনিক কাঠামো, পদসৃজন ও কিছু প্রশাসনিক বিষয়ে সরকারের অনুমোদন আবশ্যক রাখা হয়েছে।	
০২ নির্দিষ্টকরণ অধ্যাদেশ, ২০২৫ ০৩	নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) অধ্যাদেশ, ২০২৫	অধ্যাদেশ *দু'টি জাতীয় বাজেট সংক্রান্ত।* সংযুক্ত তহবিল হইতে ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ প্রদান ও নির্দিষ্টকরণের লক্ষ্যে উক্ত অধ্যাদেশসমূহ প্রণয়ন করা হয়।	*সংসদে পাশ করা আবশ্যক।*

২। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

ক্রম	অধ্যাদেশের নাম	সার-সংক্ষেপ	পর্যালোচনা/পরামর্শ
০১ ০২	মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫; মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক-সংক্রান্ত বিধান সংশোধন করা হয়, যা নিয়মিত প্রক্রিয়া।	*সংসদে পাশ করা যেতে পারে।*
০৩	The Excises and Salt (Amendment) Ordinance, 2025	এই অধ্যদেশের মাধ্যমে Excises and Salt Act, 1944-এর অধীনে outdated excises and salt সময়োপযোগী করা হয়েছে।	*সংসদে পাশ করা যেতে পারে।*
০৪ ০৫	রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ, ২০২৫; রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	বিদ্যমান কাঠামো পুনর্গঠন করে রাজস্ব নীতি প্রণয়ন ও রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম পৃথক করা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে *"রাজস্ব নীতি বিভাগ"* ও *"রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগ"* নামে দুইটি পৃথক বিভাগ প্রতিষ্ঠার বিধান রাখা হয়েছে। রাজস্ব নীতি বিভাগ করনীতি প্রণয়ন, আইন সংশোধন, আন্তর্জাতিক চুক্তি, প্রক্ষেপণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর ও শুল্ক আইন বাস্তবায়ন, মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা	অধ্যাদেশটির *কার্যকারিতা-সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন জারি হয়নি।* উক্ত আইনটি নিয়ে *ব্যাপক আলোচনা-সমালোচ হয়েছে। সরকারের নীতি নির্ধারণী বিষয়।*

		এবং রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম পরিচালনা করবে।	
০৬	অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫	উক্ত অধ্যাদেশের মাধ্যমে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২, আয়কর আইন, ২০২৩ এবং কাস্টমস আইন, ২০২৩-এ কর/শুল্ক ও কাস্টমস-সংক্রান্ত সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে। বাৎসরিক জাতীয় বাজেট বাস্তবায়ন-সংক্রান্ত অধ্যাদেশ।	*সংসদের আইন আকারে পাশ করা আবশ্যক।*
০৭ ০৮	অর্থ সংক্রান্ত কতিপয় আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫; অর্থ সংক্রান্ত কতিপয় আইন (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	উক্ত অধ্যাদেশের মাধ্যমে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২, অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ এবং কাস্টমস আইন, ২০২৩-এ সংশোধনী আনয়ন করা হয়। বাৎসরিক জাতীয় বাজেট বাস্তবায়ন-সংক্রান্ত অধ্যাদেশ।	*সংসদের আইন আকারে পাশ করা আবশ্যক।*
০৯	কাস্টমস (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	রাজস্ব নীতি বিভাগ ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগ আলাদা হয়ে যাওয়ায় এই আইনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হয়েছে।	রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ, ২০২৫ এবং রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫, সরকার সংসদে পাশ করলে এই অধ্যাদেশটিকেও পাশ করা নেওয়া আবশ্যক হবে।
১০	আয়কর (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	রাজস্ব নীতি বিভাগ ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগ আলাদা হয়ে যাওয়ায় এই আইনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হয়েছে।	রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ, ২০২৫ এবং রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫, সরকার সংসদে পাশ করলে এই অধ্যাদেশটিকেও পাশ করা নেওয়া আবশ্যক হবে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

ক্রম	অধ্যাদেশের নাম	সার-সংক্ষেপ	পর্যালোচনা/পরামর্শ
০১	**Bangladesh Bank (Amendment) Ordinance, 2024**	পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংক-এর গভর্নর এর সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৬৫ ছিলো। Bangladesh Bank (Amendment) Ordinance, 2024 এর মাধ্যমে উক্ত বয়সসীমার বিধান বিলুপ্ত করা হয়।	গভর্নরের সর্বোচ্চ বয়সসীমা আইনে উল্লেখ থা আবশ্যক। যেহেতু, পূর্ববর্তী গভর্নরের বয়সসীমা ৬৫ এ বেশী ছিলো, সেহেতু, Bangladesh Ban (Amendment) Ordinance, 202 হেফাজতের বিধানসহ একটি *রহিতকরণ আইনে মাধ্যমে বাতিল করতে হবে।*
০২	ব্যাংক রেজল্যুশন অধ্যাদেশ, ২০২৫	তফসিলি ব্যাংকের আর্থিক সংকট—যেমন মূলধন ঘাটতি, তারল্য সংকট, দেউলিয়াত্ব বা পদ্ধতিগত ঝুঁকি—সমাধানের জন্য প্রণীত। বাংলাদেশ ব্যাংককে রেজল্যুশন কর্তৃপক্ষ করা হয়েছে। রেজল্যুশনের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক স্থিতিশীলতা রক্ষা, গুরুত্বপূর্ণ ব্যাংকিং সেবা চালু রাখা, আমানতকারীর স্বার্থ সংরক্ষণ, সরকারি সহায়তা কমানো এবং জনগণের আস্থা বজায় রাখায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারবে। প্রয়োজন হলে প্রশাসক নিয়োগ, মূলধন বৃদ্ধি, শেয়ার/সম্পদ/দায় হস্তান্তর, ব্রিজ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, দায় হ্রাস বা রূপান্তরসহ বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ	১। অধ্যাদেশটিতে কিছু অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিধান রয়েছে যেমন: ৮৮ ধারায় বলা হয়েছে: ৮৬ ধারার অধীন অপরাধের তদন্ত ও বিচার ফৌজদারি কার্যবিধি অনুসারে হবে। কিন্তু বাস্তবে ৮৬ ধারায় কোনো অপরাধের বর্ণনা নেই। ২। এই অধ্যাদেশের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সরকারের আর্থিক শৃঙ্খলা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার মতো সংবেদশনীল বিষয় জড়িত। এমতাবস্থায় বিষয়টি নিয়ে অধিকতর কনসালটেশন প্রয়োজন। ৩। *অধ্যাদেশটি Lapse করা যেতে পারে।*

		করতে পারবে। লোকসানের ক্ষেত্রে দাবির অগ্রাধিকারের ক্রম মানা হবে এবং সুরক্ষিত আমানত অগ্রাধিকার পাবে। ব্যাংক পুনর্গঠন ও রেজল্যুশন তহবিল গঠন, আমানত সুরক্ষা তহবিল ব্যবহার এবং বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারি সহায়তার বিধান রাখা হয়েছে। রেজল্যুশন ব্যর্থ হলে হাইকোর্টের আদেশে অবসায়ন প্রক্রিয়া শুরু হবে। অধ্যাদেশের ৮৮ ধারায় বলা হয়েছে, ***ধারা ৮৬ এর অধীন সংঘটিত অপরাধের*** তদন্ত, বিচার, আপিল এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে Code of Criminal Procedure, 1898 -এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে। কিন্তু, অধ্যাদেশের ৮৬ ধারায় কোনো অপরাধের বর্ণনা নেই।	
০৩	**গ্রামীণ ব্যাংক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫**	"ভূমিহীন" শব্দের সাথে "বিত্তহীন" যুক্ত করে **উপকারভোগীর পরিধি সম্প্রসারণ করা হয়েছে।** শেয়ার কাঠামোতে ১০% সরকার ও ৯০% ঋণগ্রহীতা (শেয়ারহোল্ডার) নির্ধারণ করে সদস্যভিত্তিক মালিকানা জোরদার করা হয়েছে। **বোর্ড পুনর্গঠন** করে ৯ জন নির্বাচিত পরিচালক ও ৩ জন বিশেষজ্ঞ মনোনীত পরিচালকের বিধান রাখা হয়েছে; চেয়ারম্যান মনোনীত পরিচালকদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক	১। সরকার কর্তৃক বিধি প্রণয়নের ক্ষেত্রে বোর্ডের সুপারিশ-কে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে (ধারা ৩৪)। সাধারণত বিধি প্রণয়ন সরকারের একচ্ছত্র সিদ্ধান্ত। ***'বোর্ডের সুপারিশক্রমে'*** শব্দসমূহ বাদ দেয়া যেতে পারে। ***২। সংশোধনীসহ সংসদে পাশ করা যেতে পারে।***

		নিয়োগে বাছাই কমিটি, বয়সসীমা ৬৫ পর্যন্ত বর্ধিত করার সুযোগ এবং পদত্যাগ/কার্যকাল সংক্রান্ত বিধান স্পষ্ট করা হয়েছে। বন্ড/ডিবেঞ্চার ইস্যু বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনসাপেক্ষে করা যাবে। ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ অনুযায়ী নিরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।	
০৪	আমানত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫	ব্যাংক আমানত বীমা আইন, ২০০০ রহিত করে একটি আধুনিক ও ঝুঁকিভিত্তিক আমানত সুরক্ষা কাঠামো প্রবর্তন করা হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য ব্যাংক কোম্পানি ও ফাইন্যান্স কোম্পানির আমানতকারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। বাংলাদেশ ব্যাংক আমানত সুরক্ষার কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে, তবে এ কার্যক্রম তার সাধারণ নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি ভূমিকা থেকে পৃথক থাকবে। এজন্য একটি স্বতন্ত্র আমানত সুরক্ষা বিভাগ গঠন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদকে ট্রাস্টি বোর্ড হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানির জন্য পৃথক দুটি তহবিল গঠন করা হয়েছে, যা পরস্পর অ-বিনিময়ে। সদস্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঝুঁকিভিত্তিক নিয়মিত প্রিমিয়াম প্রদান করতে হবে; প্রয়োজন হলে বিশেষ	*২ লক্ষ টাকার সুরক্ষা সীমা বর্তমান অর্থনৈতিক বাস্তবতায় তুলনামূলকভাবে কম বলে মনে হয়।* *এটি পর্যালোচনা করে পাস করা যেতে পারে।*

		প্রিমিয়াম আরোপ করা যাবে। অবসায়নের ক্ষেত্রে প্রতি আমানতকারীর জন্য সর্বোচ্চ ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সুরক্ষিত আমানত ৭ কার্যদিবসের মধ্যে পরিশোধের বিধান রাখা হয়েছে।	
০৫	**মাইক্রোফাইন্যান্স ব্যাংক অধ্যাদেশ, ২০২৬**	মাইক্রোফাইন্যান্স ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মাইক্রোফাইন্যান্স ব্যাংক অধ্যাদেশ, ২০২৬ প্রণয়ন করা হয়। অধ্যাদেশর **১(২) ধারা** অনুযায়ী সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত তারিখে অধ্যাদেশটি কার্যকর হবে। অধ্যাদেশটি এখনও কার্যকর হয়নি। অধ্যাদেশের **২৯ ধারায়** *অস্পষ্টভাবে* আনুগত্য ও গোপনীয়তার শপথ ভঙ্গ করাকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।	১। অধ্যাদেশটি এখনও কার্যকর হয়নি। সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা কার্যকারিতা দেওয়ার কথা বলা আছে। ২। এই অধ্যাদেশে ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে কাজ করা যেকোনো প্রতিষ্ঠানকে মাইক্রোফাইন্যান্স ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং এই ব্যাংকিং কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এই মুহূর্তে আর্থিক শৃঙ্খলা আনার ক্ষেত্রে নানারকম চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে। এমতাবস্থায় বিষয়টি নিয়ে অধিকতর কনসালটেশন প্রয়োজন। ৩। *অধ্যাদেশটি Lapse করা যেতে পারে।*
০৬	**Negotiable Instruments (Amendment) Ordinance, 2026**	এই অধ্যাদেশটির মাধ্যমে আর্থিক মূল্যের ভিত্তিতে Cheque Dishonour সংক্রান্ত মামলাগুলোর trial Jurisdiction ঠিক করা হয়েছে। যেক্ষেত্রে চেকের ফেস ভ্যালু ৫ লক্ষ টাকার অধিক হবে, সেই মামলাগুলো অবশ্যই মেট্রোপলিটন যুগ্ম দায়রা জজ বা যুগ্ম দায়রা জজ	*সংসদে পাশ করা যেতে পারে।*

		আদালতে বিচার করতে হবে। এর নিচে হলে, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচারযোগ্য হবে।	
০৭	**Bangladesh House Building Finance Corporation (Amendment) Ordinance, 2026**	অধ্যাদেশটিতে মোট পাঁচটি বিষয়ে সংশোধন আনা হয়েছে। **Article 12** সংশোধন করে Board-কে Standing Committee, Audit Committee, Shariah Committee এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য কমিটি গঠনের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। **Article 21(10)** সংশোধনের মাধ্যমে ঋণের সুদের হার নির্ধারণের ক্ষমতা সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে Board-এর উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। **Article 29** সংশোধন করে নিট বার্ষিক মুনাফা বণ্টনের পদ্ধতি পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে, যেখানে প্রথমে সংরক্ষণ তহবিল গঠন এবং অবশিষ্ট অর্থ সরকারকে লভ্যাংশ প্রদান ও retained earnings-এ স্থানান্তরের বিধান রাখা হয়েছে। **Article 29A** সংশোধনে Corporation-কে Income-tax Act, 2023 অনুযায়ী Company হিসেবে গণ্য করে minimum income tax প্রদানে বাধ্য করা হয়েছে। সবশেষে Article 30(1) সংশোধন করে Corporation-	*সংসদে পাশ করা যেতে পারে।*

		কে হিসাব সংরক্ষণ ও বার্ষিক আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে।	

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

ক্রম	অধ্যাদেশের নাম	সার-সংক্ষেপ	পর্যালোচনা/পরামর্শ
০১	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪	পূর্বে ট্যারিফ নির্ধারণ, পুন:নির্ধারণ ও সমন্বয়ে সরকারের ক্ষমতা ছিলো (ধারা ৩৪ক)। উক্ত বিধানটি বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪ দ্বারা বাতিল করা হয়। ফলে ক্ষমতাটি *এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের উপর ন্যস্ত হয়।*	*সংসদে পাশ করা যেতে পারে।*
০২	বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (রহিতকরণ) অধ্যাদেশ, ২০২৪	বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০-এর মাধ্যমে বিদেশ হইতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানী আমদানী করিবার বিশেষ বিধান আনয়ন করা হয় যা অস্বচ্ছ ছিলো। অধ্যাদেশটির মাধ্যমে ২০১০ সালের আইনটি রহিত করা হয়।	*সংসদে পাশ করা যেতে পারে।*
০৩	বাংলাদেশ গ্যাস (সংশোধন) অধ্যাদেশ,	মূল আইনে "প্ররোচনা"-র সংজ্ঞা নতুনভাবে	*সংসদে পাশ করা যেতে পারে*

	২০২৬	সংযোজিত হয়েছে। অবৈধ গ্যাস ব্যবহারের অপরাধের পরিধি বিস্তৃত করা হয়েছে — এখন সরবরাহ লাইন থেকে নিজে বা ঠিকাদার বা অন্যের সহায়তায় বা প্ররোচনায় গ্যাস ব্যবহার করাও অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। অপরাধ সংঘটনে সহায়তাকারী বা প্ররোচনাদানকারী স্থানের স্বত্বাধিকারী, গ্যাস কোম্পানির কর্মকর্তা বা ঠিকাদারকেও দায়ী করার বিধান যুক্ত হয়েছে। দণ্ডের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে।	

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

ক্রম	অধ্যাদেশের নাম	সার-সংক্ষেপ	পর্যালোচনা/পরামর্শ
০১	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	ক্রয় কৌশল", "টেকসই সরকারি ক্রয়", "সম্পদ অপসারণ/নিষ্পত্তি", "ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি" (একাধিক সরবরাহকারীর সাথে পূর্বনির্ধারিত শর্তে চুক্তি) এবং "সেবা প্রদানকারী" প্রভৃতি সংজ্ঞা সংযোজন করা হয়েছে। বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনে বিশেষ পরিস্থিতির ক্রয়ে স্থানীয় আইন বা আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ করা যাবে; তবে অর্থনৈতিক বিষয়ক মন্ত্রিসভা	*সংসদে পাশ করা যেতে পারে।*

		কমিটির পূর্বানুমোদন প্রয়োজন হবে। উচ্চমূল্যের চুক্তিতে প্রকৃত মালিকানার তথ্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। ইলেকট্রনিক সরকারি ক্রয় (ই-জিপি) বাধ্যতামূলক করা হয়েছে; ব্যতিক্রম হলে বাংলাদেশ সরকারি ক্রয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে হবে। "উল্টো নিলাম" পদ্ধতি, অস্বাভাবিকভাবে কম দর যাচাই এবং ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ভৌত সেবার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন দরদাতার সাথে সীমিত দর-কষাকষির সুযোগ রাখা হয়েছে। *সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও মানসম্পন্ন করার লক্ষ্যে উক্ত অধ্যাদেশ জারি করা হয়।*	

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

ক্রম	অধ্যাদেশের নাম	সার-সংক্ষেপ	পর্যালোচনা/পরামর্শ
০১	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬	এ অধ্যাদেশে টেলিযোগাযোগ খাতের নিয়ন্ত্রণ কাঠামোকে আধুনিক, নিরাপদ ও প্রযুক্তি-সম্মত করার লক্ষ্যে OTT, IoT, ক্লাউড, স্যাটেলাইটসহ উদীয়মান ডিজিটাল প্রযুক্তি ও	*সংসদে পাশ করা যেতে পারে।*

		সেবাসমূহকে আইনগত পরিধির আওতায় আনার প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সুরক্ষা ও জাতীয় নিরাপত্তা জোরদার, সাইবার-নিরাপত্তা সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ, এবং স্পেকট্রাম ব্যবস্থাপনা ও কোয়ালিটি-অব-সার্ভিস (QoS) তদারকিকে আরও দক্ষ, স্বচ্ছ ও প্রযুক্তি-সম্মত করার বিধান রাখা হয়েছে; পাশাপাশি বিনিয়োগবান্ধব নীতি-কাঠামোর মাধ্যমে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট, ব্যবসা পরিবেশ সহজীকরণ এবং সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। লাইসেন্স প্রদানের নিয়মাবলী কঠোর করা, অনুমোদন ছাড়া লাইসেন্স বা লাইসেন্সের অধীন অধিকার হস্তান্তর নিষিদ্ধ করা হয়েছে।	

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

ক্রম	অধ্যাদেশের নাম	সার-সংক্ষেপ	পর্যালোচনা/পরামর্শ
০১	সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫	উক্ত অধ্যাদেশটির মাধ্যমে বহুল সমালোচিত সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩ রহিত করা হয় এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮-এর ২১, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩১ ধারাসমূহে বর্ণিত অপরাধ সংঘটন ও সহায়তার অপরাধে তদন্তাধীন	আইনটি যুগোপুযোগী কি-না যাচাই করা আবশ্যক। *এক্সপার্ট দিয়ে যাচাই শেষে সংসদে পাশ করা যেতে পারে।*

০২	সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	ও বিচারাধীন সকল মামলা বাতিল করা হয়। তাছাড়া, সাইবার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এবং সাইবারস্পেসে সংঘটিত অপরাধ সনাক্ত, প্রতিরোধ ও দমন করতে প্রয়োজনীয় বিধান আনয়ন করা হয়েছে।	
০৩	জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ, ২০২৫	সরকারি ও বেসরকারি সেবায় উপাত্ত নিরাপদভাবে আদান–প্রদান, মানসম্মত ব্যবহার এবং নাগরিক সেবার সহজ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। ব্যক্তিগত উপাত্তকে সম্মতিভিত্তিক ও বৈধভাবে সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, মজুত, সংরক্ষণ, স্থানান্তর ও হালনাগাদের কথা বলা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী/প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে নীতি নির্ধারণী বোর্ড এবং প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়-সংযুক্ত একটি সংবিধিবদ্ধ "জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ" গঠনের বিধান আছে, যার অধীনে বিশেষায়িত উইংগুলো প্রযুক্তি-মান, আইনানুগ অনুবর্তিতা, প্রয়োগ, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও নাগরিক উপাত্ত ব্যবস্থাপনায় কাজ করবে।	*সংসদে পাশ করা যেতে পারে।*
০৪	ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫	সংবেদনশীল উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণে কঠোর শর্ত আরোপ করা হয়েছে এবং শিশুদের উপাত্তের ক্ষেত্রে বিশেষ সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে।	*সংসদে পাশ করা যেতে পারে।*
০৫	ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬	উপাত্তধারীদের প্রবেশাধিকার, বহনযোগ্যতা, সংশোধন, মুছে ফেলা, সম্মতি প্রত্যাহার ও আপত্তির অধিকার স্পষ্টভাবে স্বীকৃত। "সিস্টেম-	

		ওয়াইড প্রোপাগেশন" প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংশোধন বা অপসারণ কেন্দ্রীয়ভাবে কার্যকর করার বিধান রয়েছে। উপাত্ত-জিম্মাদারদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা, নিরীক্ষা, রেকর্ড সংরক্ষণ, ব্রিচ নোটিফিকেশন এবং গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে প্রধান উপাত্ত কর্মকর্তা নিয়োগ বাধ্যতামূলক। অধ্যাদেশটি প্রশাসনিক জরিমানা (বার্ষিক টার্নওভারের নির্দিষ্ট শতাংশ) ও ফৌজদারি দণ্ডের বিধান রেখেছে এবং সাইবার ট্রাইব্যুনালে বিচারযোগ্য অপরাধ নির্ধারণ করেছে। জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে বাস্তবায়ন, তদারকি ও নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।	